মহামুক্তি।

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

(সন ১৩০৩ সাল ১৮ই জ্যৈষ্ঠ সিটি থিয়েটারে অভিনীত।)

শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত ও প্রকাশিত।

শ্রীযাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সুরলয়ে গঠিত।

কলিকাতা।
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।
১৩০৩ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

শ্রীশ্রীহরি
সহায়।

উপহার পত্র।

প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীল শ্রীযুক্তা মহারাণী স্বর্ণময়ী

কে, সি, এস, আই,

মহোদয়া মহামহিমার্ণবেষু।

মাতঃ!

হিন্দুর আদর ও গৌরবের ধন 'মহাভারত' উদ্যান জাত এই কুসুমটি চয়ন করিয়া আপনার শ্রীকরে অর্পণ করিলাম। কুসুম সৌরভহীন হইলেও দেব-দেবীর অনাদরের বস্তু নহে; সেই সাহসে আমি ইহাকে উপহারোপযোগী বিবেচনা করিতে সাহসী হইয়াছি। আশা করি ভবাদৃশ দেবী-প্রতিম ভক্তিময়ী আদর্শ হিন্দুললনার নিকট ভক্তচরিত—"মহামুক্তি" উপেক্ষনীয় হইবে না।

জনাই,
সন ১৩০৩ সাল,
২৬শে জ্যৈষ্ঠ।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—
গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ।

শিব।

অর্জ্জুন বৃষকেতু	...	...	পাণ্ডবপক্ষ।
হংসধ্বজ	...	...	ভদ্রাবতীর রাজা।
সুধন্বা	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র
সুরথ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র

রাজ-পুরোহিত।

রাজ-মন্ত্রী।

রাজ-সেনাপতি।

দূতদ্বয়, সৈন্যগণ, ঘাতকদ্বয়, সারথি, সভাসদ্‌গণ, নন্দী, নগরবাসীদ্বয়, ছত্রধারী, চামরধারী, রক্ষী, পাণ্ডবীয় সেনা-নায়ক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

দুর্গা।

রাজমহিষী	...	...	হংসধ্বজের স্ত্রী।
প্রভাবতী	...	...	সুধন্বার স্ত্রী।
হৈমবতী	...	...	সুরথের স্ত্রী।
কুবলয়া	...	...	হংসধ্বজের কন্যা।

প্রভাবতীর সখীগণ, জয়া, বিজয়া, পুরোবাসিনীগণ, পরিচারিকা, ১ম নাগরিক পত্নী।

মহামুক্তি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ভদ্রাবতী নগরী—রাজান্তঃপুরস্থ কক্ষ।

হংসধ্বজ ও মহিষী।

মহিষী। কই মহারাজ!
দিন দিন বয়ে যায় দিন
আয়ুক্ষীণ হয় পলে পলে,
বিফলে জীবন বয়ে যায়;
কিন্তু হায়
কই হ'ল আশা সম্পূরণ?
চির জীবনের সাধ
পাদপদ্ম হেরি মুরারির
নিত্য শান্তি লভিব ধরায়;
কই তবে
ভক্ত ব্যথা হারী, বংশীধারী হরি,
হরিতে পাপের ভার আমা সবাকার?
আশা রবি চলে অস্তাচলে,
হতাশ তিমিরজালে বেড়িছে হৃদয়;

না জানি যে কত দিনে আর
দীননাথ হবেন সদয়।

হংসধ্বজ। কর্ম্মফল সকলি মহিষী।
পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছি সঞ্চয়,
ক্ষয় তার না হইলে পরে
পীতাম্বরে পাবনা হেরিতে।
ছিঁড়িয়ে সংসার পাশ পশিয়ে গহনে,
একাসনে ধ্যানে মগ্ন কত মহাত্মণ—
যার লাগি বল্মীক আকার;
জড়িত সংসার জালে অভাজন মোরা
স্বল্লায়াসে শ্রীচরণ পাবনা তাঁহার।
প্রেমাশ্রু-সলিলে
না ধুইলে হৃদয়ের মলা,
বনমালী কালা সদয় নহেন কভু।
নিরাশ কুহকে ভুলি
বলিদান দিওনা আশায়,
সাধনায় পূরিবে বাসনা।

মহিষী। প্রাণ সনে এ আশা ফুরা'বে।
শাস্ত্রবাণী শুনি মহারাজ,
ভক্তিভরে যে ডাকে তাঁহারে
সমাদরে কোলে লন ভক্তের জীবন;
কি হেতু তবে যে মোরা বঞ্চিত দয়ায়
বুঝিতে না পারি তাঁর সে অনন্তলীলা।

হংসধ্বজ। কাল পূর্ণ না হলে মহিষী

না পাইব সে কাল বরণ।
হরি তরে কাঁদে যেই জন,
কাল বশে তার তরে
আপনি কাঁদেন হরি।
প্রাণ ভরে কাঁদ তাঁর তরে,
ভক্তিভরে হৃদি মাঝে পূজ সে চরণ,
পুরনারীগণে শিখাও যতনে
ভজিতে মজিতে হরি প্রেমে।
কুবলয়া বালিকা আমার
জীবন সলিল তার হয়নি পঙ্কিল ;
ঢল ঢল জল সম সুবিমল প্রাণে,
শান্তিময় হরিনাম
সহজেই হইবে ফলিত ;
গাথা ছলে হরিকথা শিখাইও তারে।

মহিষী। মহারাজ !
শৈশবে অতুল ভক্তি তার।
হরিনাম পেলে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে,
সদাই জিজ্ঞাসে হরিকথা ;
বুঝাই যতনে তারে
সংসারে অমূল্য হরিনাম।

নেপথ্যে কুবলয়া। (গীত)

ধূলা খেলা খেল্‌বনা আর হরিনামে মন ভুলেছে।
চায়না মন অপর খেলা জানিনা তায় কিগুণ আছে।

হংসধ্বজ। কার এ কোমল কণ্ঠ হ'তে
নিঃসরিছে সুধামাখা হরিগুণ গান ?

মহিষী। মহারাজ!
কুবলয়া গাইছে এ গীত।

(গান করিতে করিতে কুবলয়ার প্রবেশ।)

কুবলয়া। গড়বো দুটি হরির চরণ,
পরা'ব তায় ফুলের ভূষণ ;
হৃদে রেখে কর্‌বো যতন,
এই খেলাতেই প্রাণ মজেছে।
মার কাছে আর যাবনা,
খিদে পেলে আর চাবনা ;
হরিনাম সুধায় আমার
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব হরেছে ॥

মহিষী। কোথা ছিলে মা আমার ?

কুবলয়া। ফুল তুল্‌সি তুলে, হরির চরণ পূ'জ করে, তোমায় খুঁজছি ; কোথাও তো যাইনি মা।

মহিষী। আহা, এত বেলা হয়েছে, জলটুকু পর্য্যন্ত না খেয়ে বাছার মুখ খানি শুকিয়ে গেছে। চল মা খাবে চল।

কুবলয়া। আমি এখন খাবনা মা। হরি পূজ' কর্‌তে বেলা হ'লে আমার ত খিদে পায় না। হরির একশো আট নাম আর একবার বল, তা হ'লে আমি খেতে যাব।

হংসধ্বজ। (স্বগত)
আহা, ভক্তিময় বালিকা-হৃদয়
ধরায় আদর্শ স্থল!
ধন্য আমি,—হেন রত্ন কুমারী আমার।
(মহিষীর প্রতি)
যাও রাজ্ঞি কুবলয়া সহ
বালিকার অভিলাষ করহ পূরণ।

মহিষী। আয় মা আমার সনে,
শুনাই বিরলে তোরে
সুধামাখা হরিনাম প্রাণ মাতুয়ারা।

[মহিষীসহ কুবলয়ার প্রস্থান।

(সুরথের প্রবেশ।)

সুরথ। ক্ষম অপরাধ পিতা!
যুধিষ্ঠির হস্তিনার পতি
অশ্বমেধ মহাযাগে ব্রতী;
তৃতীয় পাণ্ডব সহ যজ্ঞঅশ্ব তাঁর,
ভদ্রাবতী পশিয়াছে আজি
রাজ আজ্ঞা না করি গ্রহণ।
ভৃত্যগণ বাঁধিয়াছে হয়
আমারি আদেশে পিতা।
দাস আজি দোষী শ্রীচরণে,
জ্ঞানহীনে ক্ষমা দিন ক্ষমার আধার।

হংসধ্বজ। পাণ্ডবের যজ্ঞ অশ্ব!

নির্ব্বিবাদে পালিয়ে প্রজায়,
রাজ্যময় সুখশান্তি করেছ বিস্তার,
ঐশ্বর্য্যের নাহিক তুলনা ;
এর চেয়ে কি সৌভাগ্য আছে ধরণীতে ?

হংসধ্বজ। রাজ্য, ধন, মান, সুত, দারা
সকলি অনিত্য প্রভু,
ক্ষণিকের তরে অন্তরে বিতরে সুখ।
বিদ্যুৎ বিকাশ সম পন্থাহারা করে,
আঁধারে আচ্ছন্ন হৃদি রহে চিরদিন।
জ্যোতির্ম্ময়ে দরশন বিনা
ঘুচিবেনা সে আঁধার,
এবে তার হয়েছে উপায়।

পুরো। কিবা সে উপায় মহারাজ ?

হংসধ্বজ। ক্ষত্র-কুলোজ্জ্বল-রবি
যুধিষ্ঠির অগ্রজ পাণ্ডব,
বান্ধব নিধন পাপে বিমুক্ত হইতে
করিবেন অশ্বমেধ যাগ।
যজ্ঞীয় তুরঙ্গ সনে পার্থ মহামতি
ভদ্রাবতী পশিয়াছে আজি।
জানি সবিশেষ,
ছায়া সম জনার্দ্দন পাণ্ডবানুগামী ;
যুদ্ধছলে ব্যথা দিলে অর্জ্জুন হৃদয়ে,
ভক্তপ্রাণ হরি অঙ্গে বাজিবে বিষম।
ব্যথাহারী শ্রীমধুসূদন,

হরিবারে ভক্তের বেদন
উদয় হবেন আসি সমর প্রাঙ্গনে ;
দরশনে গোপিনী-মোহন
জীবন মনন মম হইবে সফল।
ত্যজি শরাসন তাঁর শান্তিময় পায়,
স্তব ভাষে মাগিব অভয় ;
হরি অধম তারণ
অধমে না করিবেন ঘৃণা,
কৃপা করি করিবেন ত্রাণ।
অথবা সম্মুখে তাঁর ত্যজি ছার প্রাণ,
সার্থকতা লভিব প্রাণের।
গুরুদেব !
তাই মানি বড় ভাগ্য আজি।
আশীর্ব্বাদ করুণ দাসেরে
এ আনন্দে নিরানন্দ নাহি হই যেন।

পুরো। উত্তম সংকল্প মহারাজ !
আশীর্ব্বাদ করি
আশা তব হউক সফল।

(সুরথের প্রবেশ।)

সুরথ। প্রণমি ও রাজপদে।
আজ্ঞা তব পালিয়াছে দাস,
সযতনে যজ্ঞঅশ্ব হয়েছে রক্ষিত।
কিন্তু পিতা,

মদমত্ত করিযুথ সম
সুসজ্জিত শক্রসেনাগণ
দাঁড়ায়ে নগর দ্বারে,
তেজোভরে চাহে রণ।

হংস। ত্বরা দূত করহ প্রেরণ।
নির্ভয়ে কহে সে যেন পাণ্ডব সমীপে,—
রণ আশে তুরঙ্গ ধারণ,
রণ আশে উল্লাসিত মন,
রণ আশে আহ্বানি অরাতি,
রণে ভীত নহে হংসধ্বজ।
সেনাপতি!
জাগাও-জাগাও সেনাগণে;
চিরদিন শান্তি সুখে ঘুমায়েছে তারা,
কার্য্যকাল এবে উপস্থিত।
রাজ্যময় করহ প্রচার,
আগামী প্রভাতকালে
যুদ্ধবেশে দেখিবারে চাই যোদ্ধৃগণে।
সূর্য্যোদয়ে যারে না হেরিব কাল,
কাল পাশে পাঠাইব তারে
তপ্তৈতল কটাহে নিক্ষেপি।
পুত্র যদি হয়, ক্ষমা নাহি তায়
প্রতিজ্ঞায় হবেনা অন্যথা।
প্রভু!
পুনঃ কহি প্রতিজ্ঞা আমার,—

বীরসাজে না হেরিব প্রভাতে যাহায়,
পুনরায় প্রভাত তপন
দরশন ঘটিবেনা এ জীবনে তার।
অম্বুনিধি গোষ্পদ সম্ভবে,
কক্ষচ্যুত হবে গ্রহ তারা ;
সদাগতি গতি হীন,
হিমাচল হবে সমতল ;
অচল রহিবে পণ মম।

সেনাপতি। রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য মম
প্রাণপণে পালিব আদেশ।

[সেনাপতির প্রস্থান।

হংসধ্বজ। মন্ত্রি !
মিত্র রাজগণে
সবিনয়ে কর নিমন্ত্রণ ;
পণ কথা বিজ্ঞাপিও সবে।

মন্ত্রী। কার্য্যে হবে পরিণত,
মুহূর্ত্তে এ রাজ-অনুমতি।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

হংসধ্বজ। গুরুদেব !
দণ্ডভার আপনা উপর,
পনকথা বিস্মৃত না হন।

পুরো। সানন্দে লইনু কার্য্যভার,
সুবিচার জানি বিধিমত।

হংসধ্বজ। প্রাণাধিক সুধন্ব সুরথ,

জানি সবিশেষ
ভক্তি দোঁহে করিস্ হরিরে,
সতত বিভোর হরিপ্রেমে।
অতল জলধি তলে
মহারত্ন তোরা দুটি ভাই,
আঁধার সংসারে হায়
তোরা মম দীপ্ত দিনমণি।
বৎস!
ভক্তিবলে বলী বিনা
এ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই।
বীর্য্যবান সেনা সেনাপতি,
পারিবেনা পূরা'তে কামনা।
বাসনা হেরিব হরি,
যুদ্ধ সে ছলনা মাত্র।
জ্ঞান শরাসনে
ভক্তি অস্ত্র সন্ধান ব্যতিত,
জ্ঞানময়ে কে জিনিতে পারে?
তেঁই এবে করেছি মনন
তোমা দোঁহে পাঠাইতে সাধের সমরে।
যাও দোঁহে ভক্ত-বীর বেশে
মানসে মুরারি স্মরি,
বিশ্বপতি হরি জিনিবারে।
ভক্তিপাশে বাঁধিয়ে চরণ,
আন সেই সাধনের ধন;

বদ্ধ রাখি হৃদি কারাগারে।
শুভযোগ দুর্ল্লভ এমন,
পুত্র কার্য্য কর বাছাধন।
না-না, দুই ভাই কাজ নাই গিয়ে।
দুটি তারা হারাইয়ে
অন্ধ হয়ে নারিব রহিতে ;
সুধন্বাই একা যাক্ সাধের সংগ্রামে,
যেবা হয় বুঝিব পশ্চাতে।

সুধন্বা। পিতা, চিরদিন আজ্ঞাধীন দাস ;
কিন্তু হায়, কোন্ মহাগুণে
গুণময়ে তুষিব না জানি।
অসংখ্য যোগীন্দ্রগণ,
করি যোগ আরাধন
যে চরণ ধ্যানে নাহি পান ;
রবি, শশী, গ্রহ, ভ্রমে অহরহ
পাইবারে যে চারু চরণ ;
যাঁর আশে, যোগীবেশে
পঞ্চানন ভ্রমেণ শ্মশানে ;
কোন্ গুণে পাব সেই দুর্ল্লভ চরণ ?
তবে যদি গোলক-বিহারী
দয়াকরি দেন দরশন,
তবেই পূরিবে আশা।

হংসধ্বজ। বৎস !
কর্ণ মূলে কে যেন বলিছে

তো'হ'তে পূরিবে আশ,
বাড়িবে বংশের যশ,
উঁড়াইবি ধরা মাঝে যশের নিশান।
চল এবে শ্রীহরি মন্দিরে,
পূজিয়ে শ্রীপদ তাঁর
অভিষেক করি তোরে সেনাপতি পদে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জনৈক নগরবাসীর বাটীর বহির্ভাগ।

নগরবাসীদ্বয়।

১ম ন-বা। খুড়ো, বাস্তো তুল্‌তে হল বাবা। ব্যাটাদের হরিনামের চোটে কান্ ফেটে গেল। দিন নেই—রাত নেই, কেবল শুয়োরের মতন চ্যাঁচানি, আরতো সহ্য হয়না। ভূত পেত্নীতে মানুষকে পায় এইত জানি, এ হরিতে পাওয়া কোথাও ত শুনিনি বাবা। আর ছাই রাজ দরবারেও কি এর বিচার নেই? যেমন হবা চন্দ্র রাজা, তেম্‌নি গবাচন্দ্র প্রজা, সব ব্যাটাই সমান।

২য় ন-বা। ও কথা আর বলোনা বাবা, তিতি বিরক্ত হয়েছি। ব্যাটাদের সব অদ্ভুত কাণ্ড! আজকার ঢ্যাঁড়াটা আবার কি শুনেছ? যুদ্ধ জানা লোক কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যুদ্ধে হাজির না হ'লে, তেলে ভাজা করে মার্‌বে। এমন

শাস্তি ত কখন কোন রাজার শুনিনি; ব্যাটাদের যেমন ইষ্টিদেব্‌তা, তেম্‌নি ব্যভার, সব উল্‌টো! কি কর্‌বে বল? সয়ে থাক।

১ম ন-বা। এ যে নেহাত বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠেছে। বাবা, "বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!" পাড়ার মাগিগুলো তোমার বৌমাকে ঐ দলে মিশিয়েছে। আহা, সেই তেমন সোন্দর চেহারা, একেবারে পেত্নী—পেত্নী! একি না, নাকে একটা হাঁড়িকাট, গলায় কতকগুলো মালা, হাতে একটা কুঁড়োজালী; আর রাত্‌ দিন বিড়ির বিড়ির কচ্চেই কচ্চে; কথাটি ক'বার যো নেই, তা হ'লেই হয় প্যান্‌-প্যানানি না হয় ফোঁস্‌ ফোঁসানি। একি খুড়ো, মাগী-গুলোকে অবধি ঐ রোগে ধর্‌লো, হলো কি?

২য় ন-বা। নিরোগার মধ্যে যা এই খুড়ো ভাইপোয় রে বাবা। মাগীতো পদে আছে, কচি কচি ছেলেগুলো অবধি হরি হরি আরম্ভ করেছে, এ রাজ্যে কি আর সুখ হয়? চল খুড়ো ভাইপোয় একটা পছন্দ সই সুরসিক রাজার রাজ্যে বাস করা যাক্‌গে। এ বেয়াড়া রাজার দেশে লুকোনা আমোদে আর ফুর্ত্তি যোগাচ্চেনা বাবা।

(দ্বার দেশে প্রথম নাগরিকের গৃহিণীর আগমন।)

১ম ন-বা। খুড়ো, একটু চেপে যাও। ওদিকে আমার মধুমুখী বুঝি মধুবর্ষণ কর্‌তে আগমন কর্‌ছেন। আমাদের এসব কথা শুন্‌লে, এখনি সচাক্‌ মধু গায়ে ঢেলে দেবে, মাছির কামড়ে অস্থির হ'তে হবে; মুখ বোজ, দাঁত ঢেকে ফেল।

২য় ন-বা। যা বলেছ বাবা, চেহারাখানা দেখ্‌লেই প্রাণ দমে যায়।

গৃহিণী। (স্বগত) এই যে দু' অলপ্যেয়েই এক সঙ্গে হয়েছেন। না, ঐ মিন্সেই ওকে খেলে। (প্রকাশ্যে) বলি, বসে বসে কি কুমন্ত্রনা হচ্ছে? সংসার কি আমি চালাব নাকি? এদিকে উঠে এসো দেখি।

১ম ন-বা। শুন্‌চো খুড়ো, কুরুক্ষেত্তরের গোড়া থেকেই সুরু করেছেন। (গৃহিণীর প্রতি) গিন্নি, এমন অন্নপূর্ণা যার ঘরে অচলা, তার এই ত্রিসংসারে ধানের গোলা অক্ষয় অটুট; আমার আবার সংসার অসচ্ছল? আহ্লাদ করে তামাসা কর্‌চো বুঝি? ওকি—ওকি, ফের কেন? একটু এগিয়ে এসনা। মনমোহিনী—মূর্ত্তিখানি যে অনেকক্ষণ দেখিনি। এখানে আর লজ্জা কি? খুড়োও যা, আর আমিও তা।

গৃহিণী। তোমার হাতে পড়ে লজ্জার মাথা অনেক দিনই খেয়েছি। এখন ঠাট্টা রাখ, আজ নারাণের জন্মতিথি, হরি পূজোর কি হবে? আমার হাতে ত একটিও পয়সা নেই।

১ম ন-বা। লজ্জার মাথা তো খেয়েছ, এখন হরির মাথাটি খেলেই যে বাঁচি। বলি জন্মতিথিতে আবার হরি এলো কেন? ও বই কি আর দেবতা নেই নাকি? পেট পূজো হয় না হরি পূজো! খুড়ো এখন এস তো বাবা, দেখি আজকার কাণ্ড খানা কি।

২য় ন-বা। বলাই বাহুল্য, পা বাড়িয়ে আছি। চল্লুম তবে।

[প্রস্থান।

(গৃহিণীর প্রবেশ।)

গৃহিণী। দেখ, ভাল চাও ত ও কেলে মুখপোড়াকে এখানে আসতে দিওনা।

১ম ন-বা। কেন? কাল বলে কি পছন্দ হয় না, তোমার সাধের হরি যে ওর ওপর তিন পোঁচ, বিধুমুখী।

গৃহিণী। এক শো বার হরি নিন্দে করনা বল্‌চি। ঘরে বসে বসে মতিচ্ছন্ন হয়েছে; যাওনা রাজবাড়িতে যাওনা।

১ম ন-বা। কেন, রাজবাড়িতে কি পসার জমিয়েছ নাকি?

গৃহিণী। ন্যাকামি রাখ। ঐ যে ঢ্যাঁড়া দিয়ে গেল, সকাল সকাল গেলে এক কড়া করে তেল দেবে।

১ম ন-বা। আরে নির্বুদ্ধিনী, ও যে যুদ্ধের ঢেঁড়া। যারা যারা যুদ্ধ জানে, তাদের সকলকে ঢাল তলোয়ার নে সেজে গুজে কাল সকাল বেলা যেতে হবে। যে না যাবে, তাকে গরম তেলের কড়ায় কৈমাচ ভাজা করে মারবে। এতে আমায় যেতে বল, যাব।

গৃহিণী। কে জানে, আমি অত বুঝতে পারিনি। আমি ঐ তেলের কথাটাতেই কান্ দিছলুম। তা যুদ্ধের তুমি কি জান? মুখে মুখে হ'লে আমার সঙ্গে খুব যুদ্ধ কর্‌তে পার্‌তে। তা যাক্, আমায় পয়সা কড়ি দাও আর না দাও, রাত দিন হরি নিন্দে কর্‌লে, তোমার ঘরে দোরে আগুণ দিয়ে আমি দেশান্তরি হব বল্‌ছি।

১ম ন-বা। হ্যাঁ, সে বয়েস আর নেই; এটা যেন মনে থাকে।

গৃহিণী। কি, যতদূর মুখ ততদূর কথা? এখনি রাজবাড়ীতে গিয়ে তোমাদের ভণ্ডামি ভেঙে দিয়ে আসছি। (প্রস্থানোদ্যত।)

১ম ন-বা। এঃ, তুমি তামাসা বোঝনা? আমি কি সত্যি সত্যি তোমায় অমন করি? মাইরি নয়। দেখনা—বুকে হাত দে দেখ, তুমি 'দেশান্তরি হব' বল্‌তেই প্রাণ যেন ঠোঁটে এগিয়ে আস্‌চে। আমি যে তোমায় একদণ্ড না দেখ্‌লে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখি। তবে কি জান, রাতদিন হরিনামটা বড় কুলক্ষণ। ওতে শরীর মন একেবারে মাটি হ'য়ে যায়। আহা; সেই তেমন কাঁচা সোণার রঙ্‌, একেবারে মর্‌চে পড়া লোহা হ'য়ে গেছে;—দেখ্‌লে কান্না পায়। তোমার পায়ে হাত দে বল্‌চি, এই মুখ খানি দেখেই আমি সংসারে দাঁড়িয়ে আছি। রাজ্যিময় একপত্নী ব্রত, তুমি ত্যাগ কর্‌লেই যে আমায় স্বপাক খেতে হবে। তুমি আমার অকূলে কূল, আঁখির পুতুল। দুকূল রাখ গিন্নি—দুকূল রাখ।

গৃহিণী। আর তোমার আদরে কাজ নেই। হরি এমন হাতে ফেলেছেন, যে এক দিনের তরেও সুখী হ'তে পার্‌লুম না।

(ক্রন্দন)

(নারাণের প্রবেশ।)

নারাণ। কাঁদ্‌ছিস্‌ কেন মা? বাবা বুঝি মাকে কাঁদাচ্চ? হরি তোমাকে কাঁদাবে জান?

১ম ন-বা। ব্যাটার ছেলেও একেবারে গেছে। যা ব্যাটা গোল্লায় যা। (মারিতে উদ্যত ও নারাণের প্রস্থান) আহা, কাঁদ কেন? তোমার চখের এক এক ফোঁটা জল পড়ে, আর আমায় যে এক একটা কাট্‌পিঁপ্‌ড়ে কামড়ায়। চুপ্‌ করনা ছাই। (বস্ত্র দিয়া মুখ মুছাইয়া দেওন) তোমার পায়ে পড়ি আর কেঁদনা।

(সুরে)

কেঁদনা রাই বিনোদিনী,
তোমার শ্যামচাঁদে বধোনা ধনী।

গৃহিণী। যাও যাও, তামাসা ভাল লাগেনা; মরণ হয় ত হাড় জুড়োয়। (ক্রন্দন)

১ম ন-বা। ছি ছি, কর কি? কুরুক্ষেত্তর হ'তে হ'তে মান-ভঞ্জন পর্য্যন্ত হয়ে গেল, তবু যে পালা শেষ হয়না। এখনি কেউ এসে দেখে ফেল্‌বে যে, চুপ করনা ছাই। ওঃ বুঝিছি, নিকুঞ্জে না গেলে বুঝি যুগল মিলন হবেনা?

(সুরে)

চললো নিকুঞ্জে চল,
আমার সাধের প্যারী জগৎ আলো।

[গৃহিণীর বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সুরথের প্রবেশ।

সুরথ। ভবিষ্যত কাল-গর্ভে কি আছে লুকায়ে
কে বলিতে পারে!
শুনিয়াছি
বীরেন্দ্র অর্জ্জুন অজেয় জগতে,
সুরগণ ভীতমন তাঁহার সমরে।
ভাবিমনে তাঁর সনে
কেমনে করিবে রণ অগ্রজ আমার।
একসূত্রে গাঁথা দুই প্রাণ,
ব্যবধান দেহ মাত্র ভেদ;
অমঙ্গল হয় যদি তাঁর,
আঁধার—আঁধারময় হেরিব সংসার।
বুঝাইয়ে বলিগে পিতায়
দু'জনায় পশিব সমরে।

(রণবেশে সুধন্বার প্রবেশ।)

দাদা, প্রতিক্ষায় আছি দাঁড়াইয়ে;
মরি, মরি,
বরবপু বীর সাজে সুন্দর সেজেছে আজি।

এই বেশে হেরিতে তোমায়
বড় ভাল বাসি আমি ;
কিন্তু হায়, স্মরিয়ে সমর—
পলে পলে অধীর অন্তর,
কি এক ভীষণ শঙ্কা গ্রাসিছে হৃদয়।
সুখে দুঃখে সর্ব্বঠাঁই
সমভাগী করেছ কিঙ্করে,
সমরে ত্যজিয়ে সঙ্গ
নিশ্চিন্তে কেমনে রব একা ?
মর্ম্মঘাতী শত্রু-শর যবে
আক্রমিবে চারিদিক হ'তে,
কেমনে তা নিবারিবে তুমি ?—
কেমনে বা আত্মরক্ষা করিবে একাকী ?
না জানি কতই কষ্ট পাবে
রণোন্মত্ত-রিপু-প্রহরণে।
তব দেহে অস্ত্রাঘাত
বজ্রসম বাজিবে বক্ষেতে,
বৈরীদল হবেনা সদয় কভু।
চল গিয়ে, পিতায় বুঝায়ে
দোঁহে পশি সমর প্রাঙ্গণে,
তোমা বিনে রহিতে নারিব।

সুধন্বা। কেন ভাই বৃথা ভাব ভয় ?
হরির কৃপায় আর পিতৃ-আশীর্ব্বাদে
বিচঞ্চল নহে হৃদি সমরে পশিতে।

বিশেষতঃ,
যে কারণ যুদ্ধ সংঘটন—
জাঁনি তো সকলি তুমি;
তবে কেন হায়, এ বৃথা চিন্তায়—
চিন্তান্বিত হও অকারণ?
সুরথ। কিঙ্করের কিবা অগোচর?
কিন্তু, মন নাহি মানে মানা।
পিতৃ আজ্ঞা নিদারুণ বাধা
বড় ব্যথা দিবে প্রাণে;
কাজ নাই, অনুরোধ না করিব আর।
ক্ষুদ্রমতি,—কি বুঝা'ব তোমা,
সাবধানে যুঝিও সংগ্রামে।
অরাতির তীক্ষ্ণশর
কাতর করিবে যবে,
সমাচার দিও দূতমুখে।
আর এক কথা,—
রণাঙ্গনে হরি যবে হবেন উদয়,
পরিহরি অরিভাব
স্তবভাষে তুষিও তাঁহায়।
দয়াময় হরি,
দয়াকরি করিবেন ক্ষমা,
পূর্ণ হ'বে আশা মো সবার।
সুধন্বা। প্রাণাধিক!
এক বৃন্তে যুগ্ম ফুল দোঁহে,

ভিন্ন ভাব নহে দোঁহাকার ;
সব কথা রহিবে স্মরণ।
যাও তুমি রণবেশে পিতৃ সন্নিধানে,
আমি যাই জননীর পাশে
বিদায় লইতে শ্রীচরণে।

সুরথ। বিষম পিতার পণ,
এস তবে সত্বর গমনে।

[প্রস্থান।

সুধন্বা। (স্বগত)
সুধন্বারে, সুপ্রভাত আজি তোর !
যাঁর তরে বসিয়ে বিরলে
আঁখি জলে ভাসায়েছ বুক ;
যাঁর তরে নিরানন্দে যাপ নিশিদিন ;
যাঁর ছায়া নিতি নিতি হেরিছি হৃদয়ে ;
চর্ম্মচক্ষে হেরি সেই হৃদয়-রঞ্জনে
জীবন জনম আজি করিবি সফল।
দয়াময় হরি !
দয়াদানে হ'ওনা কৃপণ প্রভু।
(অগ্রসর হইয়া)
এই যে,
স্নেহময়ী মা আমার
আপনিই আসিছেন স্নেহ আকর্ষণে।

(মহিষীর প্রবেশ।)

শ্রীচরণে প্রণিপাত মাতঃ।

মহিষী। মঙ্গল করুণ হরি, চিরজীবি হও।
একি বাবা!
কে সাজালে এ সাজে তোমায়?
ভক্তবেশ বিনিময়ে
কে পরালে বীর আভরণ?
এ বেশে হেরিলে হরি
সদয় না হবে কভু।
বৈরীসনে বাছাধন হ'বে যবে রণ,
এই বেশ করিও তখন;
ফেলে দেরে তূনীর ধনুক।

সুধন্বা। মাগো, জাননা কি তুমি
পাণ্ডব পরম-রিপু আমা সবাকার?
বাঞ্ছিত রতন, শ্রীরাধা রঞ্জনে
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়াছে তাঁরা,
তাই মোরা বঞ্চিত সে ধনে;
তাই সাজি বীর আভরণে
পশিতে মা পাণ্ডবের রণে।

মহিষী। বাছারে আমার,
একি কথা শুনি তোর মুখে?
ধনুঃশরে কে পারে জিনিতে হরি?
করি মানা ত্যজ এ বাসনা,
জানিনা, কি প্রমাদ ঘটা'বি তুই।

রোপেছিস্ নিজ হৃদে যেই আশালতা,
কেন তা আপন হাতে কাটিবি অবোধ ?
শিশু তুই নয়নের মণি
কেমনে জিনিবি সেই বীরেন্দ্র অর্জ্জুনে ?—
উঠে মনে নানা বিভীষিকা।
রাখ্ বাপ্ মায়ের বচন ;
কুসুম চন্দনে, সাজাই যতনে
কমনীয় শিশু দেহ খানি,
চিন্তামণি ভক্ত বলি চিনিবেরে তোরে ;
পূরিবে সকল সাধ।

সুধন্বা। মা, কেন ভয় কর অকারণ ?
ভয়হারী নারায়ণ জানেন অন্তর মম ;
বৈরী বলি কভু নাহি ভাবিবেন মোরে
বিশেষতঃ,
জান তো মা প্রতিজ্ঞা পিতার ?
বীর বেশে না হেরিবে যায়
তপ্ত তৈলে যাবে তার প্রাণ ;
পুত্র বলি পরিত্রাণ পাবনা জননী।
দাও মা বিদায়, বহিছে সময়,
পুনঃ আসি বন্দিব চরণ।

মহিষী। সুধন্বা রে !
হরি দরশন সাধে
কি সাধে সাধিব বাদ ?
প্রমাদ না ঘটে যাদুমণি।

পিতা তোর করেছেন নিদারুণ পণ
বিলম্বে ব্যাঘাত হবে এস ত্বরা করি। (শিরশ্চুম্বন)

সুধন্বা। আশীর্ব্বাদ কর মা তনয়ে,—
হই রণজয়ী—
পাই যেন হরি দরশন।

[প্রণামপূর্ব্বক সুধন্বার প্রস্থান।

মহিষী। (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কৃষ্ণোদ্দেশে)
হে অনাথ নাথ!
পাষাণে বাঁধিয়ে বুক
প্রাণ ছিঁড়ে দিনু তব করে;
বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনের রণে
প্রাণে যেন ব্যথা নাহি পাই।

[মহিষীর প্রস্থান।

(সুধন্বার পুনঃ প্রবেশ)

সুধন্বা। (স্বগত) একি হলো অকস্মাৎ!
কি কারণ প্রাণ উচাটন!
মনে হয় কি যেন ভুলেছি;
কে যেন হৃদয় যন্ত্রে দিতেছে ঝঙ্কার! (চিন্তা)
ওঃ, প্রিয়ার প্রণয় আকর্ষণ করিছে পশ্চাতে।
চাঁদ মুখ হেরিতে বারেক
বাসনা বাড়িছে ক্রমে,
দেখে যাই একবার। (অগ্রসর হওন)
(স্তম্ভিত হইয়া)
উন্মাদ কি আমি!

বীর-হিয়া বিচলিত রমণীর প্রেমে !
কুসুমের কোমলতা বজ্রে না সম্ভবে !
প্রভাত হইল ক্রমে ;
বিলম্বে বিশেষ বাধা,
পিতৃ আজ্ঞা হইবে লঙ্ঘন।
যাই প্রিয়ে, দেখা নাহি দিব হে এখন,
ফিরি যদি চুমিব বদন।
(যাইতে যাইতে ফিরিয়া)
চলেনা চরণ ;
বীর পণ প্রণয়ে পরাস্ত হ'লো।
প্রাণ ভরে প্রাণের রতনে
দেখে যাই একবার।
যদি আর নাহি ফিরি
মনো-আশা রয়ে যাবে মনে,
দেখে যাই একবার হৃদয়ের ধনে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রভাবতীর কক্ষ—প্রভাবতী আসীনা।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (গীত)

ফুটিল সাধের কমল বিমল সলিলে।
লহরে বাতাস ভরে পড়্‌ছে লো ঢলে॥

অধরে মৃদু হাসি, বিতরে সুধারাশি,
বিলাসী ভ্রমর আসি, চুমিবে কুতূহলে ॥
থাক্‌লো সই গরব ভরে, গুঞ্জরি সাধ্‌বে তোরে,
ভুলেও ভ্রমরে ফিরে চাস্‌নে এবার বদন তুলে ॥

১ম সখী। এত দিনে ভাই সখী আমাদের ষোল কলায় পূর্ণ নিখুঁত চাঁদ হ'লো। আহা, কিরণ ভরা মুখখানিতে যেন প্রাণের হাসি ফুটে বেরুচ্চে। আজ আমাদের কি আমোদের দিন।

২য় সখী। যা বলেছিস ভাই ;—

অধরে ধরেনা সুধা আপনি উছলে,
চুমিত গলা ধরে, সোহাগ করে, নাগর থাকিলে।

এখন ভাই চকোর থাক্‌লে এ সুধাটুকুর আর বাজে খরচ হ'তো না। ক্ষুধায় অস্থির হ'য়ে আছেন, গণ্ডূষেই পান করতেন।

প্রভা। তুমিই না হয় খানিকটা আঁচলে বেঁধে রেখে দাও না।

২য় সখী। আমাদের ভাই মিহী বুননীর আঁচল ; তোমার ও ফিকে সুধা সব গলে পড়ে যাবে। ওতে আমাদের অধিকার কি ? বলে—

কমলিনী ফুট্‌লে জলে ভোম্‌রাতে খায় মধু,
ভেকের ভাগ্যে ঘটেনা তা আগ্‌লে মরে শুধু।

আমরা ভাই এই চাঁদের আলো গায়ে মেখেই সুখী।

৩য় সখী। তামাসা নয় ভাই, আজ সখীকে দেখে মনে যেন সত্যি কি একটা নতুন সাধ হচ্ছে।

১ম সখী। এখন অমন কত লোকের কত সাধ হ'বে, সাধনা চাই লো। বলে—

ঘেঁটু ফুল আকুল, কিসে নারীর খোঁপায় দোলে ;
নাইক মধু, পাপ্‌ড়ি শুধু, আশা কি তার ফলে ?

যুবরাজের অনেক সাধনা, তাই এই সোণার কমলের ভ্রমর হ'য়েছেন। (প্রভাবতীর প্রতি) কেমন সখী ?

প্রভাবতী। অতো লজ্জা দাও কেন ভাই ?

১ম সখী। ভুলে দিয়েছি ভাই।

মরে যাই বালাই নিয়ে লজ্জা দেখে হায়,
ও আমার লজ্জাবতী, হাওয়ার ঘা না সয়।
দেখ্‌বো লো সব, দেখিস্ এবার নাগর এলে পরে,
লাজের গুমোর থাক্‌বেনা তোর, লাজে যাব সরে।

আমোদের দিনে দুটো আমোদের কথা কইলে যদি লজ্জা দেওয়া হয়, তবে 'আমোদ' কথাটা ভুলে দেওয়াই ভাল।

২য় সখী। তা নয়লো, আমাদের কোন কথা এখন আর ওঁর ভাল লাগ্‌বেনা। তা, লজ্জার ভান কেন ভাই ? আমরা চল্লুম।

আর কি রাধার সেদিন আছে পেয়েছে কালায়,
সোহাগে সাধ্‌বে কত খৎ লিখেছে পায়।

এখন নিজেই মানিনী হ'য়ে নাগরের মন ভুলাবেন, এ বৃন্দে বিশখায় আর মনে ধর্‌বে কেন ?

প্রভাবতী। না সখী, সে ধারণা অণুমাত্র আমার মনে ওঠেনি ; তোমরা আপনারাই ভাঙ্‌চো, গড়্‌চো। এ জীবনে তোমাদের ছেড়ে একদণ্ডও থাক্‌তে পার্‌বো না।

৩য় সখী। তবু ভাল, শুনেও সুখী। না সখী, ততটা আর এখন সইবেনা ; মাঝে মাঝে আমাদের ছাড়া থেকো,

না হ'লে আমাদের আবার খুনেরদায়ী হ'তে হবে। ওসব যাক্ ভাই, এখন রাণীমা আমাদের ওপর কি কি ভার দিয়েছেন শুনেছ? আমার উপর ফুল তোলা, মালা গাঁথা, আর ফুল-শয্যা রচনার ভার।

২য় সখী। আমাকে নিকুঞ্জ সাজা'বার ভার দিয়েছেন।

১ম সখী। লাভের কাজ্‌টাই আমার ওপর পড়েছে,—কেশ ও বেশবিন্যাস আমায় কর্‌তে হ'বে।

প্রভাবতী। এতে আর তোমার লাভ কি সখী?

১ম সখী। বুঝ্‌লেনা ভাই? ওদের হলো আল্‌গোচের কাজ, আমায় তবু ছোঁয়াছুঁয়িটাও কর্‌তে হবে।

২য় সখী। ওলো, রঙ্গ রাখ্; যুবরাজ বুঝি আস্‌চেন।

১ম সখী। সত্যি নাকি?

প্রাণে প্রাণে ধরেছে টান্ থাক্‌তে কি সই পারে?
মাতুয়ারা আস্‌ছে বঁধু নাওলো সোহাগ করে।
মুখে মুখে থাক সুখে বসাও হৃদাসনে,
গোপনে প্রাণের কথা কও প্রাণে প্রাণে।

আয় ভাই, আর সখীর সুখের পথে কাঁটা হবনা। (প্রভাবতীর প্রতি) চল্লুম ভাই।

সখীগণ। (গীত)

মান ছেড়না মন পাবেনা, হস্‌নে যেন আপনহারা।
ছলে ভুলে মান খোয়ালে, শেষে কেঁদে হবি সারা
নাগরের নানা ছলনা, ভুলে যায় সরল ললনা,
সোহাগের কথায় ভুলনা;—

প্রাণ দিলে তোর থাক্‌বেনা মান,
রাখ্‌তে নারবি মনোচোরা।
হর্‌বি হাসি অধর চাপিয়ে, দৃষ্টিনিবি আঁখি আঁকিয়ে,
বঁধু তোর লুট্‌বে লো পায়ে ;—
বালির বাঁধে বাধেনা প্রেম, শিখেনে প্রেমের ধারা॥

[সখীগণের প্রস্থান।

(রণবেশে সুধন্বার প্রবেশ।)

প্রভাবতী। একি নাথ, একি বেশ।
প্রাণ কাঁদে রণ সাজ হেরি।
উৎসবের দিনে
দাসীসনে কেন এ ছলনা?
আসি তব হৃদে পশি দিতেছে বেদনা।

সুধন্বা। আদরিনি!
জাননা কি তুমি—
সেনাপতি রণে আজি আমি?
হাসি মুখে দাওলো বিদায়,
সময় বহিছে প্রিয়ে।

প্রভাবতী। জীবিতেশ!
কেন এ দারুণ বাণী অভাগিনী প্রতি?
কিঙ্করীরে দেহ ক্ষমা,
যেওনা সমরে আজি।
নহে,
হান অসি দাসীর হৃদয়ে

বীরবেশ হউক সফল,
শব হেরি শুভযাত্রা কর প্রাণেশ্বর।

সুধন্বা। কেন শঙ্কা কর বরাননে?
যুদ্ধ ছলে হরি দরশন
উদ্দেশ্য পিতার;
এ হেন সাধের রণে
অকারণে কেন বাদ সাধলো রূপসী?
বুদ্ধিমতী ক্ষত্র নারী হ'য়ে
রণ ভয়ে ভীতা কি কারণে?
কেন লো বঞ্চিতে চাও হরি দরশনে?

প্রভাবতী। নাহি বাধা হরি দরশনে,
নাহি বাধা যাইতে সংগ্রামে;
বীর পত্নী,
সমরে না ডরি প্রাণনাথ!
কিন্তু হায়,
কু ভাবনা গাইছে অন্তর,
বামেতর আঁখি নৃত্য করে,
প্রাণের ভিতরে উঠে তরঙ্গ ভীষণ!
মন মম কহিছে গোপনে—
দিওনা বিদায় রণে প্রাণেশ রতনে।
পলে পলে শঙ্কা বর্দ্ধমান,
রণ আশা ত্যজ গুণধাম।
বিধি যে কি লিখেছেন ভালে,
বুঝিতে না পারি কিছু;

মরি ভেবে কি হ'তে কি হ'বে,
তাই মম বাধা প্রাণেশ্বর।
তাহে নাথ!
ধর্ম্ম অনুসারে আমি অতেজ্যা তোমার
তাই সাধে পায়ে ধরি দাসী।
রমণীর অনুরোধ রক্ষিতে উচিত
বিহিত করহ নাথ বিচারি অন্তরে।

সুধন্বা। অসময়ে হেন অনুরোধ
কেন কর চন্দ্রাননী?
জ্ঞানহীনা নহ গুণবতী,
হীনমতী নারী সম কেন আচরণ?
বাড়ে বেলা গগণের গায়,
অধীরতা গ্রাসিছে হৃদয়,
অনুনয় নাহি কর সতী;
মিনতি আমার
পুনঃ আসি লইব হৃদয়ে।

প্রভাবতী। আজিতরে দাসীরে হে দেহ ক্ষমা।
উৎসবের নিশি অবসানে
রণে যেতে নাহি দিব বাধা।
সযতনে নিজ করে
সাজাইয়ে ধনু-শরে,
বিদায়িব অরুণের আগে;
এই ভিক্ষা মাগে অভাগিনী।

সুধন্বা। প্রিয়তমে!

ক্ষমাকর অনুগত জনে ;
জাগে মনে জনকের পণ,
পরিত্রাণ নাহি উপেক্ষায়।
কথায় কথায় বহিছে সময়,
এতক্ষণ কি হয় না জানি ;
বিদাও প্রফুল্ল মুখে ফুল্ল কমলিনী।

প্রভাবতী। প্রাণনাথ!
রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি জানত বিশেষ,
সময়ে বিস্মৃত কেন আজ ?
ধরি পায়,
অবলায় হ'ওনা নিদয় ;
রাখ রাখ দাসীর বচন
ভীষণ অশনি পুনঃ হানিওনা শিরে।
পুত্র কন্যা নাহিক আমার,
রব হায় মুখ চাহি কার ?—
আঁধার সংসারে নাথ নারিব রহিতে।

সুধন্বা। (স্বগত) কি করি উপায়!
কোন্ প্রাণে হইয়ে নিদয়
এ দশায় ফেলে যাই প্রাণের প্রতিমা।
না—না, এ নহে সময়!
(প্রকাশ্যে)
চন্দ্রাননী, ক্ষম মোরে,
নহে, স্ত্রৈন নাম গাইবে জগৎ।
এতক্ষণ না জানি কি হয়,

সেনাগণ আছে অপেক্ষায় ;
সেনাপতি আমি,
উন্মাদ রমণী প্রেমে—লজ্জাকর অতি !
যাও প্রিয়ে, শঙ্কা নাহি কর,
রণজিনি আসিব সত্বর। (গমনোদ্যত)

প্রভাবতী। (বাধাদিয়া)
হায়—হায়,
কত আর সয় অবলায় ?
গুণধাম স্বামী যবে বাম,
ছার প্রাণ কেন বৃথা ধরি দেহে আর ?
রঞ্জিত করহ অসি নারীর শোণিতে।
(পদে পতিত হইয়া)
যাচিপদে অকপট হৃদে,
পূর্ণকর অন্তিম বাসনা ;
পতি পদে সতী স্থান পেলে
তুচ্ছ স্বর্গ, করেনা কামনা।

সুধন্বা। উভয় সঙ্কট, এবে কোন্‌দিক রাখি !
আহা, ছল ছল কমল নয়ন,
অশ্রুনীরে বুক ভেসে যায় ;
বিমলিন নত মুখশশী
আঁখি আর দেখিতে না চায়।
হে মধুসূদন !
মনসাধ রয়ে গেল মনে,
শ্রীচরণ হলোনা দর্শন।

পিতা!
পণ তব করিনু লঙ্ঘন,
ফেল মোরে তপ্ত-তৈলোপরি।
লও তুচ্ছ প্রাণ মম
প্রস্তুত এখনি দিতে,
সহিতে পারিনা আর
অবলার অসহ্য যাতনা।
দৃঢ় বাঁধে বাঁধিনু হৃদয়,
তরঙ্গে টুটিল সব।
(প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া)
উঠ উঠ ছিন্ন কমলিনী,
হৃদে এস হৃদি-বিলাসিনী
স্বর্ণলতা ভূতলে না শোভে।
পতি তব সাধে করে ধরি
চাও ফিরি নলিন-নয়নে ;
ঘুচাইয়ে অশ্রু তব,
দেখে যাব হাসি চন্দ্রাননে।

[প্রভাবতীর হস্ত ধরিয়া প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থলের একাংশ।

সুরথ, সেনাপতি, ও সজ্জিত সৈন্যগণ।

(হংসধ্বজ, মন্ত্রী ও পুরোহিতের প্রবেশ।)

হংসধ্বজ। গুরুদেব!
বড় শুভ দিন আজি।
মনোআশ ক্রমশঃ বিকাশ
হেরিতে সে মনোময় হরি।
আনন্দে বিভোর প্রাণ
ভাসমান আনন্দে চৌদিক;
হেন হর্ষ এ জীবনে প্রথম আমার।
সেনাপতি!
অতিত নির্দ্দিষ্ট কাল,
যুদ্ধ সজ্জা প্রস্তুত সকলি;
দেখ এবে উপস্থিত নাহি কোন্ বীর।
প্রভু, তপ্ত তৈল হ'য়েছে প্রস্তুত?

পুরোহিত। বহুক্ষণ আয়োজন হ'য়েছে তাহার।
দেখি এবে,
রাজপণ করিয়ে লঙ্ঘন
কোন্ জন যায় কাল পাশে।

সেনাপতি। মহারাজ!
বলিতে সাহস নাহি হয়.

রসনায় না যুয়ায় ভাষ ;
সর্ব্বনাশ হয় বুঝি।
কুমার সুধন্বা বিনা
আর আর সেনা, সেনাপতি
রাজ আজ্ঞা করেছে পালন!

হংসধ্বজ। কে, সুধন্বা!

সেনাপতি। হাঁ মহারাজ,
কুমার সুধন্বা।

হংসধ্বজ। সুধন্বায় না সম্ভবে হেন!
নিরখিয়া দেখ পুনরায়
নিশ্চয় পাইবে তায়।

সুরথ। (স্বগত)
কেন এত বিলম্ব তাঁহার,
অনর্থ ঘটায় বুঝি!
স্থির না রহিতে পারি,
দেখি কোথা, অগ্রজে খুঁজিয়া।

[প্রস্থান।

সেনাপতি। মহারাজ!
পাঁতি পাঁতি খুঁজিনু চৌদিক,
সেনামাঝে না হেরি তাঁহায়।

হংসধ্বজ। হায়—হায়,
একি কুলক্ষণ!
যে সুধন্বা আজ্ঞামাত্র
প্রাণ দিতে না হয় কাতর,

সে আজি অবাধ্য হেন ?
বৃত্তান্ত বুঝিতে নারি,
কি করি উপায় এবে !
মন্ত্রি !
করেছি যে নিদারুণ পণ,
তুমি পুনঃ কর অন্বেষণ।
(স্বগত)
না না, অতি অসম্ভব !
নহেত সে অবোধ অজ্ঞান,
জ্ঞান হয় স্বপ্ন সম সব !

মন্ত্রী। মহারাজ !
মিথ্যা নহে সেনাপতি বাণী।

হংসধ্বজ। হায়—হায়,
বিফল হইল সব সাধ !
কে জানিত সুধাভাণ্ডে গরল এমন !
কে জানিত শত্রুসম পুত্র আচরণ !
পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
ভক্তভানে প্রবঞ্চনা করিয়ে আমায়
কোথায় রহিবে স্থির ?
যেথা পাও, যাও তারে কর অন্বেষণ।
না ভাবিও পুত্র সে আমার,
ঘোর-রিপু ভণ্ড পাপাচার।
অন্যথা না হবে প্রতিজ্ঞায়,
এখনি ফেলহ তায় তপ্ত তৈল'পরি।

মন্ত্রী। এই যে কুমার!
আসিছেন রাজসন্নিধানে।

(অগ্রে সুধন্বা ও পশ্চাতে সুরথের পুনঃ প্রবেশ।)

(সুধন্বার পিতৃপদে প্রণাম করণ।)

হংসধ্বজ। দূর হ' সম্মুখ হ'তে,
ভণ্ডের প্রণাম নাহি লই।
পাপ মুখ নিরখিলে তোর
পাপস্পর্শ হইবে আমায়।
রে পাষণ্ড!
জানি নিদারুণ পণ
কি সাহসে করিলি লঙ্ঘন?
ভাবিলিনা মনে একবার
কি ভীষণ পরিণাম তার?
জেনে শুনে প্রাণান্তক বিষ
কেমনে করিলি তায় পান?
রে কুলকলঙ্ক!
কুলমান তো'হতে ডুবিল,—
খ্যাতি যশ হ'ল অস্তমিত;
ধর্ম্মে করি পদাঘাত
অধর্ম্মের হইলি আশ্রিত?
প্রাণপণে স্নেহসুধা দানে
কালফণি করিনু পালন;
সময় বুঝিয়া আজি
শিরে মম করিলি দংশন?

ছিছি ছিছি!
হেন পুত্রে দেখিতে না চাই,
দূর হ’ সম্মুখ হ’তে মোর।
গুরুদেব!
লয়ে যান পাষণ্ড বর্ব্বরে,
অকাতরে বধুন জীবন।

সুধন্বা। পিতা!
ক’দিনের তরে এ জীবন?
কাল স্রোতে একদিন
অনন্তে হইবে লীন;
নাহি মায়া হেন প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন।
বেদ সম তব আজ্ঞা চিরদিন মানি,
মরমে বিষম বাজে অবাধ্য যে আমি।
জানেন অন্তর্যামী শ্রীমধুসূদন,
দারুণ বিপাকে পণ করেছি লঙ্ঘন।
শির পাতি লব দণ্ড যেবা আজ্ঞা হয়,
তপ্ত-তৈলে যা’ক প্রাণ, নাহি খেদ তায়।

পুরোহিত। (স্বগত)
বিপাক বুঝিতে নারি।
অনুমান করি,
বিম্বাধরী নারী সনে
ছিল মত্ত প্রেম আলাপনে;
মনে নাহি ছিল পণ কথা।
কুহকিনী কামিনী প্রণয়

বিলম্বের হেতু সুনিশ্চয় ।
(প্রকাশ্যে)
কুমার !
বিপাক বারতা তব,—
বলিবার বাধা আছে কিছু ?

সুধন্বা । কোন বাধা নাই প্রভু ।
গুরুজনে কহিতে সে কথা,
লজ্জা আসি বাধা দেয় মোরে ।

পুরোহিত । গুরুজনে মান যে বিশেষ,
পরিচয় দেছ ভালমতে ।
লাজে আর কিবা আসে যায় ?
বল এবে মনোগত কথা,
কেন বৃথা মনে হবে লয় ।

সুধন্বা । আসি যবে রণবেশে প্রভাত সময়,
বাধা দিল প্রভাবতী লুটাইয়ে পায় ।
যতনে বুঝা'নু তারে, না মানে প্রবোধ,
অবোধ অবলা নারী না শুনিল মানা ।
তাই মম বিলম্ব কারণ,
তাই আজি দোষী অভাজন ;
জীবন বধুন প্রভু উষ্ণতৈলে মোর ।

পুরোহিত । (স্বগত) নিশ্চয় হইবে তাই,
বলাই বাহুল্য সে বিষয় ।

মন্ত্রী । মহারাজ !
নাহি সাধ্য বুঝায় এ দাস ।

বিচারিয়া দেখুন অন্তরে,
কুমারে নির্দ্দোষ মনে লয় ।
পতি পত্নী অদূর বিচ্ছেদে
রমণীর অনুরোধ উপেক্ষা করিলে
শাস্ত্রমতে মহাপাপ অর্শে পতি'পরে ।
অবিদিত নহত ভূপাল ?
ক্ষমাকর পুত্রে সেই হেতু ।

সেনাপতি । মন্ত্রী মহাশয়,
সর্ব্ববাদি সম্মত এমত,
কুমার নহেক দোষী ইথে।

সুরথ । পিতা !
সুবিচারে করুণ বিধান,
প্রাণ দান দিন তনয়ের ।
যে কারণ রাজপণ করেছে লঙ্ঘন
অবধান করিলেন সব ;
মনোভাব কুটীলতা নহে বিজড়িত ।
হেন জন রাজার সদন
ক্ষমার ভাজন চিরদিন।
রাজরোষ করুণ নির্ব্বাণ,
ভিক্ষা দিন তনয়ের প্রাণ ;
ম্রিয়মান হের পিতা সমাগত জন।

হংসধ্বজ। সকলি বুঝেছি বৎস ;
কিন্তু মম নিদারুণ পণ
ঘোরদায় ফেলেছে এখন।

নহে,
কে নিক্ষেপে স্পর্শমণি অতল সাগরে ?
হৃদি বৃন্তে ফুটে যে কুসুম,
স্ব ইচ্ছায় কেবা ছিঁড়ি তায়
পদঘায় করে বিদলিত ?
জানি সবিশেষ,
বহুপুণ্যে পাইয়াছি পুত্ররত্ন দু'টি ;
সুনির্ম্মল হৃদয় গগণে
হেরিনি মালিন্য ছায়া কভু।
মন্ত্রি !
কেমনে অমূল্য রত্ন দিব বিসর্জ্জন ?
জ্ঞান হারা হইয়াছি আমি,
উত্তর ভাবিয়া নাহি পাই।
ভয় হয় মনে,—
লোকনিন্দা ব্যাদানি বদন
এখনি গ্রাসিবে মোরে ;
কোথা যাই, কোন্‌দিক রাখি !
কি উপায় হবে প্রভু ?
হতবুদ্ধি হইয়াছি আমি,
যেবা হয় করুণ বিধান।

পুরোহিত। একি মহারাজ !
'একি এ উন্মাদ ভাব তব ?
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন,
ভাবিবার এ নহে সময়।

পুত্রস্নেহে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে চাও ?
ছিছি, মহারাজ,
ক্ষত্র কুলে তুলিও না কালি ;
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হ'তে
মৃত্যুশ্রেয় ক্ষত্র ভূপতির।

হংসধ্বজ। প্রভো !
না করিব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
ক্ষত্রকুলে না আঁকিব কলঙ্কের রেখা।
কিবা ছার এক পুত্র মম,
বংশ সহ দিব নিজ প্রাণ
কুলমান করিতে উজ্জ্বল।
কিন্তু হায়,
নির্দ্দোষীর প্রাণ নাশ
রাজধর্ম্মে একান্ত নিষেধ।

পুরোহিত। পুত্রস্নেহে অন্ধ তুমি
তাই দোষ না পাও দেখিতে ;
পূর্ণ দোষী কুমার সুধন্বা !
উচ্চ কণ্ঠে কহি পুনঃ,
পূর্ণ দোষী কুমার সুধন্বা !
অর্পিত যাহার করে
ভদ্রাবতী-ভাবি-সুখ-আশা ;
কোটি কোটি প্রজাগণ
যার হাতে অর্পিবে জীবন,
সে যখন কামিনীর মোহমন্ত্র বশে

অনায়াসে পিতৃগণ করেছে লঙ্ঘন,
কোন্‌জন মহাদোষী তার চেয়ে আর ?
ছিছি, হেন নীচ ব্যবহার
সাজেনা তোমায় মহারাজ !
ধিক্ তব মহারাজ নামে,
ক্ষত্রকুলে জন্ম ধিক্ ধিক্ !
শতধিক প্রতিজ্ঞায় তব !
এ হেন অধর্ম্মাচারী পাপীর রাজ্যেতে,
উচিত নহেক আর তিলেক রহিতে ।

(গমনোদ্যত)

হংসধ্বজ । (পদধারণ পূর্ব্বক)
পরিহর রোষ প্রভু,
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই ।
পুত্র হেতু না হই কাতর ;—
রোষে তব রাজ্য নষ্ট হবে,
বংশ মম হবে ভস্মীভূত,
ভস্মীভূত হবে প্রজাগণ ;
মিনতি চরণে তেঁই
ক্রোধানল করুণ নির্ব্বাণ ।
সুধন্বায় সঁপিনু চরণে,
বিধান করুণ দণ্ড যেবা লয় মনে ।

পুরোহিত । মম ইচ্ছা কিবা প্রয়োজন ?
রাজপণ রক্ষা এ উদ্দেশ্য আমার ।
পায়ে ধরি দেহ কার্য্য ভার,

অপার অধর্ম্ম, তাহা না পালি যগুপি।
পণ তব হইলে লঙ্ঘন,
লজ্জা দিবে ক্ষত্র বীরগণ ;
লোকে মুখ দেখা'তে নারিবে,
যশঃ মান চিরঅস্ত যাবে,
পুণ্য হবে পাপে পরিণত ;
ইষ্ট বা অনিষ্ট ইথে কি আছে আমার ?
তব প্রতি সমধিক স্নেহ
এ আগ্রহ সেই হেতু মম।
তেঁই এ ভৎর্সনা তব মঙ্গল কারণ,
অকারণ দুঃখিত না হও মহারাজ।

হংসধ্বজ। প্রভু !
কি দুঃখ জানা'ব আর,
কার সাধ্য ভাগ্যলিপি করিতে খণ্ডন ?
নিতান্তই বিধি মোরে বাম ;
নহে কেন এত সাধে ঘটিবে বিষাদ ?
বিধি লিপি ধার্য্য যদি এই,
ল'য়ে যা'ন সুধন্বায় ত্বরা।
পুত্রপ্রাণা মহিষীর প্রাণে
এ অশনি কভু না সহিবে,
বিঘ্ন হ'বে প্রতিজ্ঞা রক্ষায় ;
সে হৃদয় শিলাময় নহে মম সম।
হায় বিধি,
নাহি জানি কোন্ উপাদানে

স্বজিয়াছে মর্ম্মস্থান মম!
এ ভীষণ যন্ত্রণা হুতাশে
কেন বুক ফেটেও ফাটেনা!

সুধন্বা। কেন পিতা কাতরতা তব?
বৃথা সে পুত্রের প্রাণ
পিতৃপণ নাহি পূরে যায়;—
বিড়ম্বনা মাত্র সে জীবন,
হুতাশন জ্বলিবে নিয়ত,
জীবন্মৃত হ'তে নাহি সাধ।
পিতৃ সত্যে যায় পাপ প্রাণ
পুণ্যবান নাহি মোর সম,
জন্ম মম হইবে সফল।
অনুমতি করুণ সন্তানে
যাই এবে গুরুদেব সনে।
বিচারিয়া দেখুন অন্তরে,
মায়াময় এ সংসারে
মায়াডোরে বাঁধা জীবদল;
মায়াময় সম্বন্ধ সকল।
কেবা পিতা, কেবা মাতা, কেইবা তনয়?
কেইবা সে প্রণয়িনী?—কেহ কারো নয়।
কার স্নেহে হইয়ে কাতর
সার তত্ত্ব ভুলিছেন জেনে?
সত্য সম বন্ধু নাই,
সত্যই সহায় হয় জীবনে মরণে।

পিতা !
হৃষ্ট চিত্তে দাওগো বিদায়,
সানন্দে পড়িগে তৈলে সত্য রক্ষা হেতু।

পুরোহিত। আহা, বিচক্ষণ রাজপুত্র
অতিশয় ধর্ম্ম পরায়ণ।
পণ মুক্ত করিতে পিতায়
বিশেষ আগ্রহ আছে।
না হইবে কেন,
জন্ম কোন্ মহাবংশে।
এস বৎস,
বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
পুত্র-কার্য্য করহ পালন ;
ত্রিভুবন গাবে তব যশ।

সুধন্বা। পিতা—পিতা !
অন্তিম প্রণাম শ্রীচরণে।

(পুরোহিত সহ প্রস্থানোদ্যোগ।)

হংসধ্বজ। (সাগ্রহে বাধাদিয়া)
দাঁড়াও দাঁড়াও প্রভু ;
জন্মশোধ প্রাণ ভরে দেখি একবার।
সুধন্বারে !
পিতা নই আমি তোর,
ঘোর শত্রু, সাক্ষাৎ কৃতান্ত !
দস্যু আমি অধম নারকী।
জানিনা যে কোন মহাপাপে,

এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা বচন
উচ্চারণ করিল রসনা। (উপবেশন)

স্থরথ। হায়—হায়!
কি কুক্ষণে হইল প্রভাত,
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত শিরে
সরেনা বচন আর।
হে অরুণ দেব!
তব করে চরাচরে জীবদল হাসে,
নব প্রাণে ফুল্ল মনে নব সুখে ভাসে;
কিন্তু আজ তোমার উদয়ে
কাঁদিয়ে লুটিছে হের ভাগ্যহীনগণ!
প্রভু!
একান্তই সাধ যদি
নির্দ্দোষীর বধিতে জীবন,
সুবিচার এই যদি লয় তব মন;
নিবেদন জানাই চরণে,
ভ্রাতৃসনে এ অধমে সঙ্গে করি লও;
নহে তব পদ না ছাড়িব। (পদ ধারণ)

পুরোহিত। পিতা পুত্রে এত যদি কাতর অন্তর
কাজনাই প্রতিজ্ঞা পালিয়ে,
ল'য়ে যাও কুমারে এখনি।
মোর সনে উপহাস?
বংশ নাশ হবে প্রজা সহ।
আর না তিষ্ঠিব ক্ষণ কাল,

দেখ এর পরিনাম ফল। (গমনোদ্যোগ)

সুধন্বা। (পুরোহিতকে বাধা দিয়া)
সর্ব্বদর্শী তুমি গুরুদেব,
ক্ষান্ত হও, পরিহর রোষ,
ক্ষম দোষ মম মুখ চাহি।
মায়া মোহে কাতর পিতায়
বুঝাই যতনে আমি।
(হংসধ্বজের প্রতি)
পিতা—পিতা!
পুত্র হ'য়ে কি বুঝাবে দাস?
সুখ দুঃখ এ সংসারে জলবিম্ব প্রায়,
মুহূর্ত্তে উদয় হয় মুহূর্ত্তেই লয়।
ক'দিন রহিবে দেহ, ক'দিন জীবন?
ক'দিন পাইব স্নেহ তব?
ক'দিনইবা পিতা বলি ডাকিয়ে তোমায়,
আনন্দ ঢালিব হৃদে বচন সুধায়?
নশ্বর জগতে স্থায়ীত্ব কাহার চিরদিন?
সকলই হইবে লয়,
সকলই হইবে ক্ষয়;
শান্তিময় সত্য শুধু অক্ষয় ধরায়।
সত্য লোপ নাহি কর পিতা,
ধৈর্য্য ধর, শান্ত কর মন।

হংসধ্বজ। সুধন্বারে!
প্রবোধ মানেনা মন।

হৃদয়ের অন্তঃস্থলে শোক-উর্ম্মিমালা
মর্ম্মে মর্ম্মে করিছে আঘাত।
চল প্রভু, যাই তব সনে,
কোন্ প্রয়োজনে
শূন্য দেহে রব আর ?
আমাকেও ফেল তৈলোপরি।

পুরোহিত। একি মহারাজ,
ধৈর্য্য গুণ রাজ অঙ্গে প্রধান ভূষণ,
অনুমাত্র তোমাতে তা নাই !
আর কেন যথেষ্ট হয়েছে।
যতই বাড়াবে শোক ক্রমে বর্দ্ধমান,
মান প্রাণ তুল্য নহে কভু।
মন্তব্য যা স্পষ্ট বল মোরে,
সময় বহিছে বৃথা শোক অভিনয়ে।

হংসধ্বজ। প্রভু,
সময় না চাই,
বলিবার কিছু নাই আর।

পুরোহিত। এস এবে রাজপুত্র। (সুধন্বার হস্ত ধারণ)

হংসধ্বজ। পূর্ণ হ'ল প্রতিজ্ঞা সাধের !
অমাময় নরকের পথ
উন্মুক্ত করিনু নিজে।
কোথা বজ্র পড় শিরে,
ধরা'পরে রেখনা এ কলঙ্কিত পিতা।
সুধন্বারে, দাঁড়া বাপ,

প্রাণ মম সঙ্গে যাবে তোর। (পতন ও মূর্চ্ছা)

সুরথ। মন্ত্রী মহাশয়!
মূর্চ্ছিত পিতায়
শুশ্রূষায় করুণ সান্ত্বনা।
দাদা!
পিতৃ সত্যে দিতেছ জীবন,
ত্রিভুবন গাবে তব যশ;
স্বর্গবাস অনন্ত অক্ষয়!
উচ্চ কার্য্যে হ'য়ে আগুয়াণ,
তুচ্ছ প্রাণ দিতে বিসর্জ্জন
হরিনাম না ভুলিও ভয়ে।
যেই নামে হুতাশনে প্রহ্লাদ বাঁচিল,
না মরিল করি পদতলে;
বিপদ বারণ সেই হরি হরি বলে
তৈলে ঝাঁপ দিও অকাতরে।
হরিপায় মতি যদি রয়,
কিসে ভয় ত্রিলোক ভিতরে?—
মরে পায় অমরত্ব হরি-ভক্তি গুণে।
মর্ত্তভূমে ছায়াসম আছিল এ দাস,
স্বর্গ বাসে সঙ্গ না ত্যজিব,
পাছু পাছু যাব তব সনে।
যাও ত্বরা নির্ভয় অন্তরে
কেহ বাধা নাহি দিবে আর।

সুধন্বা। প্রাণাধিক!

প্রাণ ভয়ে ভুলিবনা হরিনাম কভু।
শেষ অনুরোধ ভাই,
পিতা যেন ভুলে মম শোক
তোমার যতন শুশ্রূষায়,
মায় দেখ কাছে কাছে থাকি।
অনাথিনী প্রভাবতী বড় আদরিণী,
উন্মাদিনী হবে মোর তরে,
আদরে তুষিও ভাই;
যাই আমি এই অবসরে।
প্রভু, বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
আসুন সত্বর পদে।

[পুরোহিত সহ সুধন্বার প্রস্থান।

সুরথ। হে মধুসূদন,
এ বিপদে তুমিই সহায়।
দীননাথ বিপদ ভঞ্জন,
শ্রীচরণ দিও অভাগায়।

মন্ত্রী। নরহৃদি পাষাণ এমন,
দেখিনি শুনিনি কভু।
রে নয়ন!
কেননা হইলি অন্ধ এ দৃশ্যের আগে!
হায় হায়, ভাবিয়ে না পাই,
কি উপায়ে শান্তিব রাজায়;
নিজেই হ'য়েছি আত্মহারা।
ওহো!

বৃদ্ধ প্রাণে অসহ্য যাতনা।

সেনাপতি। সৈন্যগণ!

অসি বর্ম্ম ফেল ধনুর্ব্বাণ,

প্রয়োজন নাহি রণে আর।

(সৈন্যগণের অস্ত্রাদি পরিত্যাগ)

শত শত নরশির

একত্রে কেটেছি কত বার,

নররক্তে নদী হ'তে দেখেছি নয়নে;

শুনিয়াছি মৃত্যুমুখী শত সৈন্যিকের

শোকাবহ আর্ত্তনাদ ভীষণ বর্ণন;

পতি-পুত্র-শব আলিঙ্গনে

রণাঙ্গনে কত রমণীর,

আঁখি নীর বাড়ায়েছে রুধির প্রবাহ;

হাহাকারে কেঁদেছে প্রকৃতি,

কাঁদিয়াছে বন্য পশু পাখী;

অটল হিমাদ্রী সম আছিল হৃদয়;

কিন্তু হায়,

এ দৃশ্যে ফাটিছে প্রাণ,

মর্ম্মস্থান জ্বলিছে ভীষণ!

হংসধ্বজ। (মূর্চ্ছিতাবস্থায়)

কে তুমি সুহৃদ মম;

সুধন্বায় তপ্ত তৈলে করিছ উদ্ধার?

হস্ত বই অঙ্গ তব দেখিতে না পাই।

সুধন্বারে!

ধর হস্ত দৃঢ় করে,
ছাড়িলে পড়িবি পুনঃ ;
যাই আমি—যাই আমি,
ভয় নাই তোর। (বেগে উপবেশন)
কৈ বাবা, কোথা তুই ?

সুরথ। ক্ষান্ত হ'ন পিতা !
যা হ'বার হ'য়েছে ঘটন,
সে কারণ শোক তাপ বৃথা এ সময় ;
ধৈর্য্যধর দৃঢ় কর অশান্ত হৃদয়।
হেথা আর কিবা প্রয়োজন ?
গৃহ মাঝে চলুন এখন।
(সুরথ ও মন্ত্রী কর্ত্তৃক রাজার উত্থান)

হংসধ্বজ। কোথা যাব, অরণ্য যে সব !
ওহো, শূন্যময় হেরি চারিদিক !
চল ল'য়ে সুধন্বার পাশে,
আমিও পড়িব তৈলে,
ছার প্রাণ না রাখিব আর।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উপবন।

প্রভাবতী আসীনা।

প্রভাবতী। (গীত)

কেন হেন ভীষণ স্বপন।
তনু শিহরে হইলে স্মরণ॥
হিয়ার মাঝারে পরাণ ঢাকিয়ে,
থুইনু যে ধন যতন করিয়ে,
নিঠুর কে যেন লইল হরিয়ে,—
হৃদি হ'তে মম হৃদয় রঞ্জন॥
চমকি চাহিনু কাঁদিনু কাতরে,
নিদয় পাষাণ নাহি দিল ফিরে,
আঁধারে লুকা'ল মৃদু হাস্য করে,
জাগিয়ে দেখিনু ঝরে দু'নয়ন॥

যুদ্ধ ক্ষেত্রে না জানি কি হয়,
হৃদয় অধীর ক্রমে,
ধৈর্য্য না ধরিছে প্রাণ।
দারুণ স্বপন ছবি যেন অনুক্ষণ,
বিভীষণ মূর্ত্তি ধরি
দৃশ্য পথে নাচিছে কৌতুকে।

কি ঘটিবে অভাগিনী ভালে,
বুঝিতে না পারি দৈব লীলা।
নারায়ণ!
বিষম সঙ্কটে আজি তুমিই সহায়
অবলায় রেখো ঘোর দায়।

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। (গীত)

বিনিময় নাই ভাল বাসায়।
প্রাণ দিয়ে প্রাণ যায়না পাওয়া, প্রাণ নিয়ে পলায়
আপন প্রাণে কদর আছে যার,
প্রেম করা সই সাজেনাক তার,
প্রতিফল কেবল কাঁদা সার;
লাজ ভয় মানেনা প্রেম, অভিমান কথায় কথায়

১ম-সখী। একি সই!
কি হেতু বিরলে বসি ভাব একাকিনী?
উৎসবের দিনে
বিষাদ-কালিমা কেন বদনে তোমার?

২য় সখী। অলিগণে দিয়ে মনস্তাপ
ফুল রাশি করিনু চয়ন,
বর বপু সাজাতে তোমার;
মুখ-শশী হেরিয়ে মলিন
মনে হয় বৃথা পরিশ্রম।
সুখ দিনে কি হেতু বিষাদ সই?

৩য় সখী। মরি মরি,

চাঁদ মুখে স্বেদ বিন্দু ঝরে
অশ্রুভরে আঁখি ছল ছল ;
বিলুপ্ত বিজলি হাসি
পূর্ণশশী ঢাকিয়াছে মেঘে।
সই,
কি বিষাদে আজি বিষাদিনী,
বল শুনি কেন ভাবান্তর ?

প্রভাবতী। (গীত)

মন সাধ মম মিশিল মনে। (সখিরে)
অভাগিনী আজি বাঁচে কেমনে ॥
যে মুখ চাহি হাসে কমলিনী,
ঢেকেছে জলদে সেই দিনমণি,
মুখের হাসি মুখে লুকা'ল সজনী,
পিয়ার বিরহ সহেনা পরাণে ॥
রচিয়াছি সাধে যেই ফুল মালা,
পড়িয়ে ভূতলে হেরি বাড়ে জ্বালা,
ফুল বিনিময়ে, অশ্রুতে রচিয়ে,
পরেছিলো হার দহিছে দহনে
সই রে,
সাধে বাদ সেধেছে বিধাতা।
যাঁর তরে এ উৎসব,

স্থখে স্থখী, দুঃখে দুঃখী যাঁর,
আজি সে প্রাণের প্রাণ
প্রাণে ব্যথা দিয়েছে আমার।
বিশ্বজয়ী রিপুসনে রণে প্রাণনাথ,
কুস্বপনে কাঁদিছে পরাণ ;
বার বার নিবারণ করি
নারিনু বুঝাতে তাঁয়।
না জানি লো সই
কি হতে কি হয় রণে।
মনের ভিতরে কি যেন কি করে,
কি যেন কি করে প্রাণ,
তাই—তাইলো সজনী,
বিষাদিনী এ সাধের দিনে।

সখীগণ। (গীত)

প্রেমে সুখ নাইলো সখী,
আঁধার আলোয় মাখামাখি।
উপরে মন ভোলান, ভিতরে সকল ফাঁকি ॥
বিরহে আপন হারা, হ'তে হয় জ্যান্তে মরা,
জানিনা প্রেমিক যারা, প্রাণ দিয়ে কি সুখে সুখী ॥

১ম সখী। বুঝ্‌লে সখী? পিরীতে ভাই বিরহ টুকুই কলঙ্ক ; ঐ ভয়েই তো এগুই না। তোমার এ বিরহ নাকি এই প্রথম, তায় আবার পুর্ণিমার কোটাল ;—তাই একটু বেশী রকম টান পড়েছে। উতোলা হ'ওনা, রাজকুমার এলেন বলে।

প্রভাবতী। (গীত)

মন মানেনা মানা।
ভুলিতে চাই, ভুলিয়ে যাই, বাড়ে যে যাতনা॥
সদা জাগে মনে সেরূপ মাধুরী,
আঁখি হেরে সখী শ্রীমুখ তাঁহারি,
শ্রবণে পশিছে সুধার লহরী,
পাশরি সে বাণী কেমনে বলনা॥
প্রবোধিয়ে মনে করিলো মানা,
আঁখি মুদি ভাবি তাঁরে হেরিবনা,
অন্তরে অঙ্কিত সে ছবি মুছে না,
প্রাণে গাঁথা স্মৃতি জীবনে যাবে না॥

প্রভাবতী। সখী, মন যে মানা মানেনা, হৃদয়ের আগুণ যে কিছুতেই নেবেনা। উৎসবে আর সে উৎসাহ নাই, সব যেন নিরানন্দময় বোধ হচ্ছে। সখী, কেন আমার এমন হলো?

২য় সখী। ওটা ভাই ভালবাসার স্বধর্ম্ম। যে মনের মানুষ, তার কুভাবনাটাই আগে মনে আসে। প্রেম পাঠশালে এই তো সবে তোমার হাতে খড়ি, এর পর অনেক ধাক্কা সইতে হবে। পোড়া বিধাতার কি নজর আছে? কোন্ ভাল জিনীসটা সম্পূর্ণ ভাল করে গড়েছে বল? দেখ, মৃণালে কাঁটা, চাঁদে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, আর এই এত সাধের ভালবাসায় কিনা বিরহ। শুধু তোমার বলে নয়, সাধারণের উপরই এই নিয়ম। এতে ভেবে আর কি করবে বল?

৩য় সখী। তাও বলি ভাই, বিরহ না থাকলে ভালবাসারও গুমোর থাক্‌তো না। সখীর যেন পলকে প্রলয়। রাজা রাজড়ার যুদ্ধ বিগ্রহ তো এক রকম খেলার মধ্যে ;—এতে আর এত ভাবনা কেন ?

২য় সখী। নতুন নতুন এই রকমই থাঁকৃতি হয়, কেমন সখী ? যাক, এখন ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে, তোমার সাধের নিকুঞ্জ কেমন সাজান হয়েছে, দেখবে এস।

প্রভাবতী। চল সই, মনে কিন্তু কোন সাধই নেই।

সখীগণ। (গীত)

বিফল ভাবিয়ে কি ফল সজনী।
উদিবে তপন পোহাবে যামিণী ॥
হরষ বিষাদ প্রেমের ভূষণ,
গরল অমৃতে গঠিত সে ধন,
হাসে কাঁদে তাই প্রেমিক সুজন,—
ধরে পায়, কভু ধরায় আপনি ;—
প্রেমিক হৃদয়, নিরাশ না হয়,
আশায় বুক বাঁধ প্রেম-সোহাগিণী ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমি।

(অগ্রে পুরোহিত, পশ্চাতে সুধন্বাকে ধারণপূর্ব্বক ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ)

পুরোহিত। এস বৎস,
হের দূরে কটাহ তৈলের।
ইষ্টদেবে করিয়ে স্মরণ
পিতৃসত্য করহ পালন।
সাহস না হয় যদি মনে—
সযতনে ফেলিবে ঘাতক।
রাজার মঙ্গল তরে এত যত্ন মম,
অণুমাত্র দোষী নহি ইথে।

সুধন্বা। প্রভু!
নাহি মম জীবনে মমতা,
জীব মাত্রেই মৃত্যুর অধীন,
ধারা নহে অমর আলয়।
সার্থক এ অনিত্য জীবন
পিতৃ সত্য হইবে পালন।
এক আশা রয়ে গেল মনে,
এ জীবনে পূরিলনা সাধ;
আশীর্ব্বাদ করুণ দাসেরে
জন্মান্তরে হই পূর্ণকাম।

পুরোহিত। আশীর্ব্বাদ করি,
আশা তব হইবে সফল।
যাই এবে,
পিতা তব উন্মাদ সেথায়,
সান্ত্বনা করিগে তাঁয়,
বিলম্ব করোনা তুমি আর।
(ঘাতুকগণের প্রতি মৃদুস্বরে)

শিগ্‌গির করে কাজ শেষ কর্; দেখিস, দু'জনে পার্‌বি ত?

১ম ঘাতক। ও দু'জনে? এক জনেই আঁটেনা। (মৃদুস্বরে) দু'জনে তোমাকে শুদ্ধু পারি।

পুরোহিত। আমি তবে চল্লুম। দেখিস্, রাজকুমারের যেন কোন কষ্ট না হয়।

১ম ঘাতক। কথা শুন্‌ছিস? রাজকুমারকে যেন আমাদের সঙ্গে শশুরবাড়ি পাঠাচ্ছেন। আহা, এমন মায়ার শরীর কখন দেখিনি।

২য় ঘাতক। না, কষ্ট আর কি? ফেল্‌বো, চেপে ধর্‌বো, নড়্‌তে চড়্‌তেও দেবনা; এক নিমেষে কাজ হাসিল হবে। আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন্‌গে।

পুরোহিত। দেখিস্ খুব সাবধান।

[প্রস্থান।

১ম ঘাতক। (উচ্চৈঃস্বরে) বলি হ্যাঁগা ঠাকুর মশাই, এই একটা আর নেইতো?

নেপথে পুরো। না, না।

১ম ঘাতক। (সুধন্বার প্রতি) এস বাবা, আর ভাব্‌লে কি হবে বল? আমরা হুকুমের চাকর, আমাদের মনিবের কাজ বাহাল্ কর্‌তেই হবে; আমাদের কোন দোষ নিওনা। (২য় ঘাতকের প্রতি) দুনিয়ার কি মজা দেখ্ ভাই;—কাল যে রাজপুত্তুর বাড়ির বা'র হবার সময়, কত শাস্তিরি পাহারা, কত ধূমধাম হয়েগেছে; আজ কিনা সেই রাজপুত্তুরকে আমাদের হাতে মর্‌তে হচ্ছে।

২য় ঘাতক। দাদা, ভবের খেলাই এই। আমরাও হয়তো আবার কোন্‌দিন রাজা হয়ে তক্তানামায় বস্‌তে পারি। ও কিছু বোঝ্‌বার যো নেই। নে, এখনকার যা কাজ, তা কর্।

১ম ঘাতক। আহা, এমন সোন্দর ছেলেকে তেলে ভাজা করে মার্‌তে বড় মায়া হচ্ছে ভাই।

২য় ঘাতক। নিজের প্রাণের মায়া ছেড়ে তবে ওকে মায়া-কর্। আর তা হ'লেওতো রাজপুত্তুরের পরাণ রাখতে পার্‌বিনি? অমন মায়া করার চেয়ে না করাই ভাল।

১ম ঘাতক। তা বটে, কিন্তু মনটা কেমন কেমন করে। আর ছাই ভেবেই কি হবে? মনিবের কাজ বজায় কর্‌তেই হবে। ওঃ, তেল্‌টা টগ্‌বগ্ করে ফুট্‌চে দেখিছিস্? খুব হুঁসিয়ার হয়ে ফেল্‌তে হবে, গায়ে না ছিট্‌কে লাগে।

২য় ঘাতক। আগে হাত দুটো বেঁধে ফেলা যাক্ আয়।

(ঘাতকদ্বয় কর্ত্তৃক সুধন্বার হস্তবন্ধন)

১ম ঘাতক। রাজকুমার কিছু মনে করোনা; আমাদের কোন হাত নেই।

সুধন্বা। তোমরা প্রভু আজ্ঞা পালন কর্‌চো, তোমাদে

আর দোষ কি? তবে আমার একটি অনুরোধ, যে মরণ সময় ইষ্টদেবকে স্মরণ করবার একটু অবসর দাও।

২য় ঘাতক। ইষ্টিদেবতো আর রাখ্‌তে পার্‌বেনা বাবা? তা নাও, মরণকালে আর বাধা দেবোনা।

সুধন্বা। (কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক)

দয়াময়,
বড়ই অভাগা আমি।
জলবিম্ব সম
মনো আশা মনে লয় হ'ল,
কোরকে শুকা'ল মম জীবন-কুসুম।
ভেবেছিনু মনে
শ্রীপদ দর্শনে—পাইব নির্ব্বাণপদ,
হ'লনা তা এ জীবনে।
কিন্তু প্রভু,
ভুলিব না হরিনাম কভু।
ভক্ত হেতু হরিনাম,
নামে তব নাহি অধিকার॥
সুধন্বারে,
বার বার বল হরিনাম।
যাঁর নামে পাপীকুল তরে,
কাল-ভয় হরে,
অনল শীতল,
হলাহল ধরে সুধানাম;—
বল বল সেই হরিনাম।

রসনারে,
যেই নামে মোক্ষপদ পায় জীবগণ,
ধ্রুবহেতু ধ্রুবলোক হইল সৃজন,
দেব-যোগী পঞ্চানন
পঞ্চমুখে যে নাম গাইছে ;
বল বল সুধামাখা সেই হরিনাম।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

ঘাতক, এইবার তোমাদের স্বকার্য্য সাধন কর ; আর আমার কোন বাধা নাই।

১ম ঘাতক। ওরে, একি মন্তর ভাই ? কথাগুলো শুনে যেন প্রাণটা কেমন এক রকম হ'য়ে গেল। আমার ভাই চাকরি থাক আর যাক, কেটেই ফেলুক আর মেরেই ফেলুক, আমা হ'তে এ কাজ হচ্চেনা। জন্মে অবধি অনেক পাপ কর্‌চি, আর না। একটা ভাল কাজ ক'রে প্রাণ যায়, সেও ভাল। (সুধন্বার প্রতি) রাজকুমার, তোমার হাত বেঁধে, যেন আমার নিজের প্রাণকে বেঁধেছি বোধ হচ্চে ; এস তোমায় খুলে দিই, তবে আমি বাঁচ্‌বো।

(সুধন্বার হস্তবন্ধন খুলিয়া দেওন)

সুধন্বা। কেন ভাই এ আগ্রহ তব ?
আমা হেতু কেন দিবে প্রাণ ?
যত্নবান হও ত্বরা স্বকার্য্য সাধনে।
মহাপাপী ধরা মাঝে আমি,
মৃত্যুশ্রেয় আমা হেন জনে।
পাপহারী হরিনামে মজ্ঞ,

ঘুচিবে পাপের ভয়—
শান্তিময় হইবে জীবন।

১ম ঘাতক। না বাবা, তুমিই আমার হরি। তোমাকে বাঁচালেই হরি দয়া কর্‌বেন। এ পাপ কাজ আমি আর কর্‌বোনা।

সুধন্বা। ঘাতক!
কেন কর প্রভু আজ্ঞা হেলা?
স্বইচ্ছায় কেন আন নিজ অমঙ্গল?
কিবা ফল হবে বল
পাপ প্রাণ বাঁচাইলে মোর?
প্রাণ ভরে বল হরিনাম
পাপ তাপ হ'বে বিমোচন;
বড়ই দয়াল হরি
হরিবেন হৃদয় বেদন।

২য় ঘাতক। (স্বগত) ওরও যে দশা, আমারও সেই দশা; মরি—দু'জনেই মর্‌বো। (প্রকাশ্যে) রাজকুমার, আমি যে ওর চেয়েও পাপী; আমি ওর অনেক আগে থেকে এই কাজ কর্‌ছি,—আমার কি হবে?

সুধন্বা। তুমিও হরিবোল বল।

উভয় ঘাতক। (করতালি দিয়া)
হরি হরি বোল!
হরি হরি বোল!
হরি হরি বোল!

সুধন্বা। আহা, সুধাস্রোত হরিনাম ঘাতকের মুখে।

আয় ভাই আলিঙ্গনে জুড়াই হৃদয়,
সখা দোঁহে আজি হ'তে মম।
(ঘাতকদ্বয়কে আলিঙ্গন করণ)
(দূরে পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরোহিত। (স্বগত) একি এ ব্যাপার !
বড়ই সখ্যতা হেরি ঘাতকের সনে।
হীনমতি জনে ভুলাইয়ে ছলে,
সর্ব্বনাশ করিত এখনি ;
কি শঠতা শিশুর হৃদয়ে !
বড় ভাগ্য,—যথাকালে আইনু হেথায়।
(অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে)
একি এ কুমার !
এখনও এ ভাবে তুমি ?
বুঝিলাম এবে,
মৌখিক এ পিতৃভক্তি—মৌখিক সাধুতা,
কার্য্যে নাহি হয় পরিণত।
কপটের শিরোমণি !
প্রাণে যদি এত মায়া,
কেন তবে করিলে এ ছল ?
প্রবঞ্চনা করে মম সনে
পাপরাশি করিছ সঞ্চয়,
রোধিছ স্বর্গের পথ, নাহি মনে ভয় ?
রাখিও স্মরণ
উপহাস পাত্র নহি আমি।

(ঘাতকগণের প্রতি)
রে বর্ব্বরগণ!
স্পন্দহীন পুত্তলির প্রায়
কি হেতু নিশ্চেষ্ট তোরা ?
কি হেতু না পালিস্ আদেশ ?
অবজ্ঞা আমায় ?
এখনি পাইবি প্রতিফল।
তো'দিগেও সুধন্বার সনে
তৈলে ফেলি বধিব জীবন,—
দেখি আজ্ কি সাহসে উপেক্ষা আমায়।

১ম ঘাতক। ঠাকুর মশাই, তেলেই ফেল আর কেটেই ফেল, এ কাজ আমরা আর কচ্চিনা। মানুষ হ'য়ে মানুষ ক্ষুণ, কি ভয়ানক! হরি, এ পাপ কাজে যেন আর মন না যায়।

সুধন্বা। প্রভু!
ঘাতকের কিবা প্রয়োজন ?
স্বইচ্ছায় তৈলে দিব প্রাণ।
মুহূর্ত্তেকে দেখুন নয়নে,
কপটতা কিরূপ আমার।
শ্রীচরণে দোষী অভাজন,
সে কারণ ক্ষমা ভিক্ষা মাগি।
দিন এবে পদরেণু শিরে,
পাপ দেহ পবিত্র করিয়া
ঝাঁপ দিই তৈলোপরি আপন সম্মুখে।

(নেপথ্যে রমণী-কণ্ঠে উচ্চ রোদনধ্বনী)

পুরোহিত। একি !

সমুদ্র গর্জ্জন সম রোদনের রোল
উঠিয়াছে রাজ-অন্তঃপুরে,
রাজ্ঞি বুঝি পেয়েছে সংবাদ।
পুত্রহারা উন্মাদিনী
এখনি আসিবে ধেয়ে,
কি উপায়ে করিব সান্ত্বনা !
কাজ নাই, আসিতে দিবনা,
যাই ত্বরা বাধা দিই গিয়া।
কুমার,
সত্বর আদেশ মম করহ পালন।

[বেগে প্রস্থান।

সুধন্বা। স্নেহময়ী জননী আসিলে,
পিতৃ-সত্য নারিব রক্ষিতে।
প্রাণভরে হরি হরি বলে
তৈলে দিই প্রাণ বিসর্জ্জন।
প্রাণরে আমার,
অভিনয় সাঙ্গ হল তোর,
যবনিকা পড়িবে এখনি ;
চিরসাথী হরিনাম সঙ্গে করি লও।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

[প্রস্থান।

১ম ঘাতক। ওরে সর্ব্বনাশ হল ! সর্ব্বনাশ হল ! রাজকুমার নিজেই তেলে পড়ে প্রাণ দিচ্ছে। আয় ভাই, কুমারের এই

অন্তিম সময় একবার হরিনাম শুনিয়ে, তার শেষ অনুরোধ্ রাখি আয়।

২য় ঘাতক। রাজকুমার অপেক্ষা কর, কথা শোন, তোমার মরণ আমরা প্রাণ থাকৃতে দেখ্‌তে পার্‌বোনা। এস তোমায় নিয়ে এ পাপ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে পালিয়ে যাই। ভিক্ষে করে, না খেয়ে তোমায় সুখে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। হরি দয়া কর্‌বেন, রাজ্যশুদ্ধ্ লোক আশীর্ব্বাদ কর্‌বে, জগতে আমাদের একটা সুনাম থেকে যাবে। এস, আমরা কাঁধে কাঁধে তোমায় নিয়ে যাব।

সুধন্বা। (নেপথ্যে) সখা !
পিতা সর্ব্ব দেবতার সার,
তাঁর সত্য করিয়ে লঙ্ঘন
জীবন ধারণে মহাপাপ ;
ক্ষমা কর চরম সময়।
প্রাণভরি বল হরি হরি
উৎসাহিত হউক হৃদয়।

১ম ঘাতক। হায় হায়, সর্ব্বনাশ হল! রাজকুমারকে বাঁচাতে পার্‌লেম না। এ অবিচার রাজ্যে আর থাক্‌বোনা, চল্ ভাই, যে দিকে চোক যায় চলে যাই চল্। (গমনোদ্যত)

সুধন্বা। সখা, সখা,
দেখে যাও ভাই,
হরিনামে উষ্ণ তৈল হয়েছে শীতল ;
দেখে যাও একবার দয়ালের দয়া।

২য় ঘাতক। ওরে তাইতরে, রাজপুত্তুর গরম তেলে

কেমন বসে রয়েছে দেখ্। ধন্য হরিনামের গুণ! কুমার, ধন্য তোমার হরিভক্তি; আজ তোমায় পেয়ে আমরাও ধন্য হলুম।

উভয় ঘাতক। জয় হরি দয়াময়।

১ম ঘাতক। আয় ভাই, আমরা মহারাজকে শীগ্‌গির এ খবর দিইগে।

[ঘাতকদ্বয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজকক্ষ—হংসধ্বজ ও মন্ত্রী।

হংসধ্বজ। ওহো,
ইচ্ছা হয় অনলে পুড়াই জিহ্বা তোরে।
কি কুক্ষণে নিদারুণ পণ
উচ্চারণ হইল তো' হতে।
পিতা হয়ে পুত্র প্রাণ নাশি,
অনন্ত কলঙ্ক-কীর্ত্তি স্থাপিনু জগতে।
বাপ্‌রে আমার,
বোধ হয় এখনো জীবিত আছ তুমি,
এখনো পারিলে যেতে
হেরিতে পাইব তোর চাঁদমুখখানি।
কিন্তু হায়, কোন্ পথে যাই?
হারাইয়ে আঁখি-তারা
পথহারা অন্ধ আমি,
কেহ না দেখায় পথ পুত্রঘাতী জনে;
ঘৃণিত অস্পৃশ্য আমি এ তিন ভুবনে

হায় হায়,
এতক্ষণে কি হল সেখানে!
এ জীবনে বুঝি আর হ'লনা সাক্ষাৎ।
না—না,
ঐ যে—ঐ যে সুধন্বাধন!
ঐ যে পড়িছে তৈলে নয়নের মণি।
বাবা,
আমিও যাইব তোর সনে,
দাঁড়া—দাঁড়া, রাখ অনুরোধ।

[বেগে প্রস্থানোদ্যোগ

(অগ্রে পুরোহিত ও পশ্চাতে মহিষীর প্রবেশ
ও হংসধ্বজকে বাধা দেওন)

মহিষী। কৈ মহারাজ,
সুধন্বা আমার কৈ?
নীরব কি হেতু?
শীঘ্র বল, প্রাণ যায় সুধন্বা বিহনে।
দুঃখিনীর অঞ্চলের ধন,
রাজা হয়ে করিলে হরণ;
এই কি হে রাজধর্ম্ম তব?
ছি ছি, হেন অবিচার রাজে'
মুহূর্ত্তেক না রহিব আর।
রাজরাণী হতে নাহি সাধ,
রাজসেবা নাহিক বাসনা
ফিরে দাও রত্ন মম;

বনবাসে আনন্দে যাপিব
ভিক্ষায় ধরিব প্রাণ
সুখে রব চন্দ্রানন হেরি।
বুঝিয়াছি মনে,
পুত্রধনে বঞ্চিতে আমায়
প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য তোমার।
নহে, পিতা হয়ে
তনয়ে কে দেয় তুলে কালের কবলে?
নহে,
ভূজঙ্গ দংশন জিনি পুত্র শোক স্মরি
কাঁদিলনা প্রাণ?
জীবন্ত পাষাণ ছবি তুমি;
মরুভূমি হৃদয় তোমার।
হেন বজ্রাঘাত
মার প্রাণে নাহি সয় কভু।
প্রভু!
বল বল, কিসে ভুলি মর্ম্মঘাতী জ্বালা?
তব বিদ্যমানে
ঘটিল এ শোক সংঘটন,
তাই স্মরি আর কাঁদে প্রাণ।

পুরোহিত। রাজ্ঞি!
কোন দোষ নাহিক আমার।
নিজে মহারাজ
করেছেন নিজ পায় কুঠার আঘাত!

হংসধ্বজ। মৃত্যু-বজ্র পড় শিরে,
হৃদয় বিদীর্ণ হও ;—
প্রাণবায়ু মিশাক পবনে।
ওহো, পুত্রশোকে উন্মাদিনী রাণী
কি কথায় বুঝাই ইহায়,
কি আছে প্রবোধ হেন রসনা ভাণ্ডারে !
মহিষি !
কেন দাও অনলে আহুতি ?
দগ্ধ প্রাণ জ্বলে যে দ্বিগুণ।
নির্ম্মম পিশাচ আমি, রাক্ষস অধম,
কাল সর্প হ'য়ে আজি দংশেছি তনয়ে ;
পুত্রঘাতী, অধম-নারকী,
দেখনা এ পাপ মুখ আর।

মহিষী। মহারাজ !
কেমনে ভুলিলে পুত্রশোক ?
কেমনে কলঙ্ক কালি
পিতা নামে করিলে অর্পণ ?
উঃ, প্রাণ যায় অসহ্য যাতনা।
সুধন্বারে,
এখনো যে অন্তরে বাহিরে
হেরি তোর চাঁদ মুখ খানি;
এখনো যে জাগে মনে
সুধা মাখা সেই তোর বিদায়ের বাণী।
বাবা, কোথা গিয়ে ভুলে আছ মায়ে ?

হংসধ্বজ। শান্তি!
তব সম পুড়িছে হৃদয়
কি কথায় সান্ত্বিব তোমায়।
দেখ বক্ষ চিরি
কি অনল জ্বলিছে অন্তরে,
তবু বুক ফেটেও ফাটেনা।
প্রভু!
শোক-দগ্ধ এ ছার জীবন
কি সাধে ধরিব আর?
রাজ্যধন কার তরে?
কার তরে এ ঐশ্বর্য্য মম?
সব যা'ক অতল সলিলে,
রাজপুরী হউক শ্মশান।
ওহো, এতক্ষণ কি হ'ল সেখানে;
ছাড় পথ শ্রীচরণে ধরি।
হ'ক মম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন,
অবসান হ'ক যশ মান,
ক্ষত্র মাঝে ঘৃণ্য হই হব,
ফিরে দিন সুধন্বায় মোরে।
আজ্ঞা তব মানি চির দিন,
আজ প্রভু রাখিতে নারিনু;
অভিশাপে ভস্ম কর মোরে,
ভস্ম হ'ক রাজ্য একেবারে,
না মানিব কোন বাধা আর

পুরোহিত। মহারাজ!
বিজ্ঞবর বুধ তুমি,
সান্ত্বনা তোমায় হেন গত জীব হেতু।
প্রথমতঃ সমধিক কষ্টকর শোক,
সময়ে সকলি সহ্য হবে ;
শান্ত হও, স্থির কর মন।

হংসধ্বজ। প্রভু, সব জানি।
কিন্তু হায়, তবু কাঁদে প্রাণ ;
জ্ঞান বুদ্ধি গিয়াছে সুধন্বা সনে।

মহিষী। গুরুদেব!
বল বল কোথা বাছা মোর ?
দুঃখিনীর অঙ্ক শূন্য করি
কোথা তারে রেখেছ লুকায়ে ?
কোলে শুধু সব একবার
মুখশশী হেরিব বারেক।
নিদয় হ'ওনা, বঞ্চনা করনা-
ছাড়িবনা শ্রীচরণ তব।

(ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম ঘাতক। রাণীমা, আর শোক কর্‌বেন না, একবার হরিনামের গুণ দেখে যান। রাজকুমার তেলের কড়ায় বসে, হেসে হেসে হরিগুণ গান করছেন। মহারাজ, বিশ্বাস না হয়, আমাদের সঙ্গে আসুন।

মহিষী। অ্যাঁ, একি!
মরুভূমে কে সিঞ্চিল বারি!

কে হেন হিতৈষী মম!
জাগিয়ে কি দেখিনু স্বপন!

২য় ঘাতক। না মা, স্বপন্ নয়। হরিনাম মন্তরের গুণে কিছুই অসম্ভব নেই। আমরা স্বচক্ষে দেখে এনু, রাজকুমার তেলের মাঝে স্বচ্ছন্দে বসে আছেন।

মহিষী। শ্রীনিবাস, পূরাও প্রয়াস,
সত্য হ'ক ঘাতকের বাণী ;
হৃদয়ের মণি পাই যেন সুধন্বায় পুনঃ।
মহারাজ,
চল ত্বরা ঘাতকের সনে।

হংসধ্বজ। দীনবন্ধু হরি,
সকলই সম্ভবে তোমা।
এ রাত্তি সত্বর গমনে।

[ঘাতকদ্বয় সহ হংসধ্বজ ও মহিষীর প্রস্থান।

পুরোহিত। (স্বগত) এও কি সম্ভবে কভু ?
অসম্ভব আকাশ কুসুম।
যাই হোক,
দেখিলেই হইবে প্রত্যয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বধ্যভূমির অপরপার্শ্ব।

প্রজ্জ্বলিত অগ্নির উপরিস্থিত কটাহে সুধন্বা উপবিষ্ট।

সুধন্বা। অনাথ বান্ধব!
বুঝেছি এ ছলনা তোমার।
এ অধমে এত দয়া
ভাবিনি স্বপনে কভু।
মরি মরি, ছায়ারূপ কিবা অপরূপ।
দিব্য চক্ষু দাও দাসে
প্রাণভরে নিরখি বারেক।
দামিনী চমক সম
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালে হরি?
বংশীধারি!
কেন আর কাঁদাও আমায়?
দেখা দাও দীননাথ হইয়ে সদয়।
(দৈববাণী)
'ভক্ত চূড়ামণি!
ভক্তি-ডোরে, বেঁধেছিস্ মোরে,
তোর তরে স্থির নহি আমি।
শুন বৎস, হ'ওনা হতাশ,
অবিলম্বে পূরিবে প্রয়াস।' (পুষ্পবৃষ্টি)

সুধন্বা। গুরুদেব!
ধন্য তুমি!

ধন্য তব বিনাশ কামনা,
তোমারি কৃপায় হ'ল অভীষ্ট পূরণ।

(বেগে হংসধ্বজ, মহিষী ও ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ
পশ্চাতে পুরোহিত ও রক্ষীর প্রবেশ)

মহিষী। এই যে হারাণ ধন সুধন্বা আমার !
(সুধন্বাকে কটাহ হইতে উঠাইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক)
বাবা !
কে তোমায় পরালে এ বেশ ?
কার হিয়া পাষাণ এমন ?
পুত্রস্নেহ নাই কি হৃদয়ে তার ?
আয় বাবা কোলে আয়,
দগ্ধ হৃদি হ'করে শীতল !
বাপধন,
মার সনে একি প্রবঞ্চনা ?
আঁখি আড় হইলে পলেক
প্রলয় ভাবি যে মনে ;
এতক্ষণ অদর্শনে
দেখ এবে কি দশা আমার।
ধন্য দয়া দয়াময় হরি,
তোমারি কৃপায় প্রভু
মৃতদেহে পাইনু জীবন।
পুত্রশোকে বলেছি কতই
ক্ষমা ভিক্ষা মাগি শ্রীচরণে।

যাদুমণি !
অনেকক্ষণ মা বাণী শুনিনি,
চাঁদমুখে মা মা বলে ডাক একবার।

সুধন্বা। মা !
ভয়হারী বিপদে—কাণ্ডারী
হরি যার আছেন সহায়,
মৃত্যু কি মা হয় তার ?
মাগো,
বড়ই দয়াল সেই বাঁশরী-বদন।

মহিষী। হৃষিকেশ !
ধন্য দয়া তব।
জ্ঞানহীনা নারী আমি
কি দিয়ে তুষিব বনমালী ?
উদ্দেশে প্রণমে দাসী
দয়া যেন থাকে চিরদিন।

হংসধ্বজ। বৎস !
মহাপাপী পিতা আমি তোর
নরকেও নাহি স্থান মম ;
ক্ষমাকর নিষ্ঠুর পাষাণে।

সুধন্বা। ওকি কথা বল পিতা ?
ক্ষম দাসে শ্রীচরণে ধরি।
কোন্ দোষে দাষী হেতু অনুতপ্ত হও ?
সকলি বিধির লীলা।

পুরোহিত। (স্বগত) আশ্চর্য্য হইনু অতি !

তন্ত্র মন্ত্র জানে রাজপুত্র,
নহে কি সম্ভবে হেন ?
না, বোধ হয় উষ্ণ নাহি হবে তৈল।
নিশ্চয়ই তাই ;
পরীক্ষা উচিত সবিশেষ।
(প্রকাশ্যে) মহারাজ !
কুমারের প্রাণ রক্ষা হেতু
আনন্দ ধরেনা প্রাণে ;
কিন্তু এক সন্দেহ আমার,
পরীক্ষা করিব তৈল উষ্ণ কি শীতল ;
ক্ষণকাল তিষ্ঠ এই স্থানে।
(বস্ত্র মধ্য হইতে একটি নারিকেল বাহির করত)
অখণ্ডিত হের নারিকেল,
খণ্ডিত হইবে তৈলে, উষ্ণ যদি হয়।
(তৈলে নারিকেল নিক্ষেপ ও নারিকেল ফাটিয়া একখণ্ড
পুরোহিতের চক্ষুপার্শে পতিত হওন।)
উঃ, গেলাম রে !
চক্ষু জ্বলে গেল !
অন্ধ হইনু, ধর মহারাজ। (উপবেশন)

হংসধ্বজ। হায় হায়।
একি সর্ব্বনাশ,
অকস্মাৎ হরিষে বিষাদ ;
বিধাতার লীলা বুঝা ভার।
রক্ষি ! গুরুদেবে লয়ে যাও রাজপুরে ত্বরা।

রক্ষী। আসুন ঠাকুর মশাই।

পুরোহিত। কোথা যাব মহারাজ!
প্রাণ যায়, দারুণ যন্ত্রণা।

হংসধ্বজ। প্রভু, নাহি ভয়।
রাজবৈদ্য আছে বিচক্ষণ
সুস্থ হবে এখনি যন্ত্রণা।
প্রাণাধিক!
জানিলাম এবে,
কাঞ্চন বিশুদ্ধ যথা অনল উত্তাপে,
ভক্তির পরীক্ষা করি ভক্তপ্রাণ হরি
ভক্তের গৌরব বৃদ্ধি করিল তেমতি;
ধন্য ধরামাঝে পুত্র পিতা হয়ে তব।
কহে আশা অন্তরে অন্তরে,
ব্রজেশ্বরে পাইব সাক্ষাৎ
অবিচল ভক্তিবলে তব।
শুভোদ্দম শীঘ্র অনুষ্ঠেয়,
অবিধেয় কাল প্রতিক্ষায়।
সুখনিশি সুপ্রভাতে সাধের সময়ে
তোমারেই বরিলাম সেনাপতি পদে,
অন্য হতে আশা না পূরিবে।
এস রাজ্ঞি হরির মন্দিরে
প্রাণভরে পূজি পদ আনন্দের দিনে।
এস রক্ষী গুরুদেবে লয়ে।

[হংসধ্বজ, মহিষী ও সুধন্বায় প্রস্থান

১ম ঘাতক। ঠাকুর মশাই, এবার আর আমাদের রাজা মশাইকে পাওনি, এবার এই তিরভুবনের রাজার হাতে পড়েছ; তার কাছে আর জারিজুরি চলেনা। তোমার মতন লোকের অন্ধ হলেও পেরাচিত্তির হবেনা, এখনও অনেক ভুগুনি আছে।

২য় ঘাতক। কি বল্‌বো মহারাজ উপস্থিত ছেলেন। এই গরম তেলে তোমায় পুড়িয়ে মার্‌লেও রাগ যায় না। বাবা, পাথরেও জল বেরোয়, কিন্তু তোমার মতন নোক দেখিনি। আর কেন? এখন চল।

পুরোহিত। (স্বগত) উপযুক্ত তিরস্কার মম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুধন্বায় শিবির—সুধন্বা।

সুধন্বা। (স্বগত) দৈববাণী করিয়ে স্মরণ
উৎসাহ বাড়িছে হৃদে,
নূতন আনন্দ ধারা বহিছে জীবনে;
কতদিনে আসিবে সেদিন।
হরিহে!
অনন্ত করুণা তব;
ক্ষুদ্রপ্রাণী, কেমনে বর্ণিব আমি।
তোমারি করুণা বলে

তপ্ততৈলে রহিল জীবন।
জগৎ-জীবন!
অণুমাত্র কৃপার ভিখারী,
স্থান দিও শ্রীচরণে করুণা বিতরি।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। প্রভু!
শত্রুসেনা আসিছে বেড়িয়া;
ভবদীয় সৈন্যগণ
নিশ্চেষ্ট রয়েছে তব আজ্ঞা প্রতিক্ষায়।

সুধন্বা। যাও দূত,
কহ গিয়ে সেনাপতি গণে,
অপেক্ষায় নাহি প্রয়োজন
অবিলম্বে পশিব সংগ্রামে।

দূত। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[প্রস্থান।

সুধন্বা। (স্বগত) ভক্তাধীন!
ভক্তে তব কেমনে হানিব বাণ
ভেবে প্রাণ হতেছে আকুল।
কিন্তু নারায়ণ,
মনোভাব জান তো সকলি।
কার তরে এ সমর?
কার তরে বীর সাজ মম?
সকলই শ্রীচরণ আশে।
কুবলয় হেতু মৃণাল ছিঁড়িতে হয়;

তেঁই পার্থে বৈরীভাবে ব্যথা দিব প্রাণে
শ্রীচরণে অপরাধী নাহি হই যেন।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থল।

(যুদ্ধ করিতে করিতে সুধন্বা ও বৃষকেতুর প্রবেশ)

ধন্বা। বৃষকেতু!
এই কি বীরত্ব তব?
কি হেতু পশ্চাৎ-পদ হও?
মুহূর্ত্তেক রহ আর;
অনুভব হয়নি এখন
সম্যক বীরত্ব মম,
এখনি হে দিব পরিচয়।

বৃষকেতু। পলায়ন জানিনা কেমন!
বক্ষ বই পৃষ্ঠ মম
শত্রু না হেরিবে কভু।
মনে যদি ভয়, দিতেছি অভয়,
পলায়নে বাধা নাহি দিব।

সুধন্বা। তোমা হেন বীরের সমীপে
অভয় চাহিব যবে,
নিজ হস্তে ছেদিয়ে মস্তক
নরকে ফেলিব সেই দিন।

ছিছি, ভীরু,
লজ্জা না রোধিল কণ্ঠ বলিতে এ কথা ?

বৃষকেতু। শরৎ-জলদ সম মুখেই সাহস ;
কার্য্যে যদি হয় পরিণত
বীর বলি মানিব তোমায়।
কাজ নাই বৃথা বাক্য ব্যয়ে,
অস্ত্রমুখে কথা কহা বীরের নিয়ম।

সুধন্বা। ভাল ভাল, এস বীরবর,
দেখি কত শক্তিধর দেহে।

(উভয়ে যুদ্ধ)

এই বলে এত আস্ফালন ?
নাহি ভয় লভহ বিশ্রাম।

বৃষকেতু। (স্বগত)
উঃ, অদ্ভুত বীরত্ব।
হেন শিক্ষা দেখিনি নয়নে কভু !
অবিরল রক্ত স্রোতে
দুর্ব্বল হতেছে দেহ,
দাঁড়াতে পারি না আর।
না না,
একবিন্দু থাকিতে শোণিত
পরাজয় না মানিব,
যুঝিব দুর্ব্বল দেহে পুনঃ।
(প্রকাশ্যে) ভীতনহি রণ ভয়ে,
ক্ষত্রকুলে জন্মি নাই কাপুরুষ হয়ে ;

বিশেষ পাণ্ডবগণ ভুবন বিজয়ী।
দেহ রণ বিলম্ব না সয়।

(যুদ্ধ করিতে করিতে নিরস্ত্র হইয়া বৃষকেতুর প্রস্থান
ও তৎপশ্চাতে সুধন্বা যাইতে যাইতে)

সুধন্বা। ভয় নাই বীরবর,
নিরস্ত্র হয়েছ তুমি
অস্ত্র না হানিব আর।

[প্রস্থান।

(দুইজন পাণ্ডবীয় সৈন্যিকের প্রবেশ)

১ম সৈন্যিক। ও দাদা, এই ছেলেতেই এত, না জানি ওর বাবায় কত? বোধ করি এক কোল থেকে খতম করে। মনে করা গেছলো, ঘোঁড়ার সঙ্গে ঘোরা হবে, পেট্‌টা ভরে খাওয়া যাবে, তর বেতর দেশ, বেশ করে দেখা হবে। তা নয়,—ও যেখানে পাণ্ডব, সেই খানেই সব পণ্ড; লণ্ডভণ্ড না করে আর ছাড়ান নেই। এবার ঠেকেচেন কাটে কাটে, এক সুধন্বাতেই বা সব সাঁটে।

২য় সৈ। বাবা, ও সব জাত সাপের বাচ্ছা, ধাড়ির চেয়েও বিষ। এখন একটা কথা শোন্, এগোনা আর হচ্ছেনা। সব পেছনে থাক্‌বো,—বেগতিক দেখ্‌বো আর টেনে রড়্ দেবো, কেমন?

১ম সৈ। সাধ করে তোকে দাদা বলি? পরাণ বড় ধন রে দাদা পরাণ বড় ধন। বেরবো কট্‌টা যাই পালিয়েছে, তাই বেঁচেছে; তা নাহলে, কোথায় স্তিরি, কোথায় ছেলে মরণ কালে কাকেও দেখতে হতনা।

২য় সৈ। আবার তুই স্তিরির কথা তুলে আগুণ জ্বেলে দিলি কেন? আমার পরাণটা কেমন করচে, তার কথাই যে মনে আস্‌ছে। আমি যদি মরি ভাই, তার যে আমার বল্‌বার আর কেউ নাই রে।

১ম সৈ। ভয় কি দাদা, আমি আছি; কেন কাঁদ্‌চো মিছি মিছি? চাকৃরি ছাড়বো, ঘরে থাক্‌বো; বৌকে খাওয়াবো-দাওয়াবো, তোর চেয়েও সুখে রাখ্‌বো; তা না হলে আর বন্ধু কি? (স্বগত) এমন দিন কি হবে গা। (নেপথ্যে ভেরী নিনাদ) ঐ রে দাদা সিঙে বাজে, ফুঁক্‌বি যদি এগো আগে। আমি তাগে বাগে তোর পেছনে থাক্‌বো, বাঁচলে তবে বৌকে দেখ্‌বো।

২য় সৈ। তবে তাই আয়; দেখি, যুদ্ধে এবার কেটা যায়। না গেলেও ছাই ছাড়ান নেই।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থলের অপরাংশ।

(রথারোহনে অর্জ্জুন ও সুধন্বার প্রবেশ)

অর্জ্জুন। শিশুরে পরাস্ত করি
মনে বুঝি হয়েছে সাহস?
জাননা কি পার্থ বিদ্যমান,
কি সাহসে আছ রণস্থলে?
প্রাণে যদি থাকে মায়া

অচিরাৎ ত্যজ রণ ভূমি,
বৃথা কেন হারা'বি জীবন ?
সুকুমার শিশু তুই ;
কোমল শরীরে তোর
ব্যথা দিলে বাজিবে জীবনে।
বদন দর্শনে, স্নেহ বাড়ে মনে,
ফিরে যা-ফিরে যা শিশু ;
জনক জননী হৃদে
কেন বৃথা দিবি পুত্র শোক ?

সুধন্বা। (স্বগত) আহা !
এই সেই কৃষ্ণ সখা বীরেন্দ্র অর্জ্জুন।
ধন্য তুমি বীর !
বিশ্বময় বিশ্বপতি হরি
সখা বলি সম্ভাষে যাঁহায়,
তাঁর পায় উদ্দেশে প্রণাম ;
পূর্ণ যেন হয় মনস্কাম।
(প্রকাশ্যে)
বীরবর !
জানি ভাল বীরত্ব তোমার।
করিয়াছ খাণ্ডব দাহন,
কিরাত শঙ্কর সনে রণ,
কুরুক্ষেত্রে জিনেছ কৌরবে ;
কিন্তু নিজ বলে নয় ;
সারথির বুদ্ধি বলে বিশ্বজয়ী তুমি।

সে সারথি নাহি হেরি রথে,
কি সাহসে এ সাহস তবে ?—
ফিরে যাও রণস্থল হ'তে।
কৃষ্ণ বলে লভিয়াছ যশঃ ;
বীর বলি আছ পরিচিত,
কেন বৃথা হারায়ে সে মান
কলঙ্কে করিবে পরিণত ?
পূর্ব্ব-খ্যাতি রাখিবারে চাও,
যাও ত্বরা,
কৃষ্ণে আন সারথি করিয়া।

অর্জ্জুন। সুধন্বা বালক তুই,
উপহাস যোগ্য তোর কথা।
পরুষ বচনে তোর রোষ প্রকাশিলে
নিন্দনীয় হইব জগতে।
এখন ফিরে যা ঘরে,
রাখশিশু আমার বচন।
শিরিষ কুসুম সম সুকোমল দেহে
কেমনে নিষ্ঠুর হয়ে অস্ত্র প্রহারিব ?
অপুত্রক কবে সবে মোরে।

সুধন্বা। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ হেতু আসা,
আসি নাই স্নেহ পেতে তব।
মনে যদি হয় ভয়,
ছলনায় কিবা প্রয়োজন ?
ফিরে যাও নিজ রাজ্যে।

অর্জ্জুন। শিশু বলি সহিছে এতেক
অসহ্য হতেছে ক্রমে ;
প্রতিফল পাইবি এখনি।

সুধন্বা। আমারও প্রার্থনা তাই,
আসি নাই ক্রীড়া হেতু ;
প্রস্তুত হউন ত্বরা বহিছে সময়।

অর্জ্জুন। তোর সনে যুদ্ধ হেতু
প্রস্তুতের নাহি প্রয়োজন।
দেখি এবে শিশু দেহে কত বীর্য্য তোর।

(উভয়ে ধনুর্যুদ্ধ)

(স্বগত) আশ্চর্য্য শিশুর বীর্য্য,
অধৈর্য্য করিল মোরে।
ধরাসম বরষিছে শর,
ক্ষিপ্রকর দেখিনি এমন।
(প্রকাশ্যে) বীর বট শিশু,
সন্তুষ্ট হয়েছি আজি যুঝি তোর সনে।
রণে আর নাহি প্রয়োজন
প্রাণ ভিক্ষা দিতেছি তোমায়।

সুধন্বা। (স্বগত) চাই সে প্রাণের প্রাণ প্রাণময়ে আজ,
তুচ্ছ প্রাণ ভিক্ষা নাহি লব।
(প্রকাশ্যে) ক্ষত্রোচিত করিব হে রণ,
বিসর্জ্জন দিব প্রাণ সম্মুখ সমরে।
কাপুরুষ নহি হেন
প্রাণ ভিক্ষা চা'ব তব ঠাঁই।

মিটে থাকে যুদ্ধ সাধ,
প্রাণ লয়ে কর পলায়ন।
ভীতজনে অস্ত্র ত্যাগ
সুধন্বা তা জানেনা কেমন।

অর্জ্জুন। ক্ষুদ্র হৃদে এত দম্ভ কেন ?
আয়ু দিন শেষ তোর,
ইষ্টদেবে কর্‌রে স্মরণ।

সুধন্বা। (স্বগত) চিরদিন স্মরি ইষ্টদেবে
দরশন বাসনা এখন।
(প্রকাশ্যে) কার আয়ু হইয়াছে শেষ
বুঝা যাবে এইবার।
(পুনঃর্যুদ্ধ) একি বীরবর,
হস্তের শৈথিল্য কেন হেরি ?
লয়কারী আয়ুধ ভীষণ
কি কারণ তূণীরে নিদ্রিত ?
কথা মত কার্য্য কর রণে ;
বুঝ মনে, কার আয়ু হইতেছে শেষ।
রণশ্রমে হয়েছ কাতর,—
অবসর দিতেছি তোমায়,
ভয় নাই হানিবনা শর।
(স্বগত) যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যত্রে কি হয়
দেখে আসি এই অবসরে,
সমরে একাকী যোঝে অনুজ আমার।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। (স্বগত)

না দেখি উপায় আর।
মরিতাম কুরুক্ষেত্র রণে
মনে তায় রহিতনা ক্ষোভ।
নিবাত কবচে বধি সংসপ্তকে জিনি
যে পৌরুষ লভিনু ধরায়,
অস্তমিত প্রায় তাহা বালকের রণে।
হায় হায়,
মরমে মরমে মরি কি করি উপায়!
প্রাণ যায় শিশু প্রহরণে।
(কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক)
কোথা সখা, দেখা দাও এ ঘোর সঙ্কটে,
বাঁচাও বাঁচাও দয়াময়।
ভক্তাধীন তব শ্রীচরণ
জীবন সম্বল মম,
সুখে দুঃখে তুমিই ভরসা।
বিপদ বারণ!
শত শত বিপদে তরেছি
শ্রীচরণ সহায়ে কেবল;
বিষম বিপদে স্মরি
দাও আজি অসহায়ে বল।
দাও দেখা, চাও সখা করুণা নয়নে,
নহে আর, না দেখি নিস্তার
রাখ প্রাণ এ ভীষণ রণে।

(সুধন্বার পুনঃ প্রবেশ)

সুধন্বা। আর কেন রণস্থলে বীর?
শস্ত্র-সুসজ্জিত তব দেহ সুচিকণ
রণাঙ্গন-শোভা মাত্র করিছে বর্দ্ধন।
জীবনের থাকে মায়া
কৃষ্ণে আন সারথি করিয়া।
(স্বগত) মনে লয় এ সারথি বিদ্যমানে
নারায়ণে না হেরিব রথে,
বিনাশিতে উচিত উহায়।
রথিবর! রোধ অস্ত্র শক্তি থাকে যদি।

(বাণ নিক্ষেপ, অর্জ্জুনের সারথির পতন ও
সারথি বেশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব)

অর্জ্জুন। হে কেশব!
বালকের রণে অস্থির হয়েছি অতি,
গতি নাই তোমা বই আর;
বল বুদ্ধি দেহ জনার্দ্দন।

সুধন্বা। (ধনুর্ব্বাণ নিক্ষেপপূর্ব্বক) রে নয়ন,
এই যে আশার ধন মদনমোহন!
প্রাণভরে দেখ্ একবার
কি সুন্দর মোহন মূরতি।
নব জলধর তনু, অরুণ লোচন,
পীতাম্বর বনমালা ধারী,
পুলিনবিহারী হরি বাঁশরী-বদন।

বিশ্বরূপ, বিশ্বপরায়ণ
ব্রহ্মসনাতন, মরি ললিত ত্রিভঙ্গ রূপে।
দেখ্ আঁখি,
শ্রীঅঙ্গে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে কত !
হে অনন্তরূপী !
তব অন্ত কে বুঝিতে পারে ?
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ আদি তুমি ;
জল, স্থল, শূন্য, মরুভূমি,
যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
কীটাণু অবধি তুমি প্রভু ;
ধন্য তব লীলা, লীলাময়।
ধন্য তুমি পার্থ মহামতি !
ব্রহ্মা, ত্রিলোচন
যেই ধন ধ্যানে নাহি পান,
স্মরণে সারথি তব সেই নারায়ণ !
অবোধ অজ্ঞান আমি,
স্তববাণী নাহি জানি হরি,
নিজ গুণে দিয়েছ দর্শন
দিও আজি শ্রীচরণ তরি। (প্রণাম করণ)

অর্জ্জুন। ভক্ত-ভানে ভুলাতে নারিবি ;
দেখ্ তোর কি দুর্গতি হয়।
এই বাণে
স্বতন্ত্র হইবে শির দেহ হতে তোর।

সুধন্বা। বীরত্বের পরিচয় পেয়েছি তোমার।
হানিতেছি যে ভীষণ বাণ,—
বাঁচে যদি প্রাণ,
পরে করো শিরশ্ছেদ মোর।
আমারও প্রতিজ্ঞা এই,
কাটিব ও বাণ তব, হবে পৃথ্বিসাত।

(সুধন্বার বাণ নিক্ষেপ, রথসহ অর্জ্জুনের প্রস্থান ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুধন্বা প্রস্থান করিতে করিতে)

বিশ্বজয়ী বীর!
প্রতিজ্ঞা না করিয়ে পালন
পলায়ন কেন প্রাণ ভয়ে?

[প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে রথারোহণে কৃষ্ণার্জ্জুনের পুনঃ প্রবেশ)

কৃষ্ণ। ধন্য বীর বালক সুধন্বা!
হেন কপিধ্বজ রথে
বিশ্বম্ভর মূরতি আমার,
তবু রথ হটিল পশ্চাতে;
অপূর্ব্ব এ বাণ শিক্ষা!

অর্জ্জুন। অরির প্রশংসা হরি কেন কর আজি?
বুঝেছি এ ছলনা তোমার।
মায়াময়,
ভুলাতে নারিবে মোরে।
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কটাক্ষে যাঁর,
ছার শিশু তাঁর রণে প্রশংসাভাজন?

কেন সখা কর পরিহাস?

কৃষ্ণ। (স্বগত) উভয় সঙ্কট মোর
কোন্ দিক রাখি!
তুল্য ভক্ত সুধন্বা অর্জ্জুন;—
না, তুলনায় সুধন্বা প্রধান,
তারেই করিব মুক্ত আজি।
(প্রকাশ্যে) সখা,
প্রাণ হতে প্রিয় তুমি মম,
কিন্তু,
অতীব দুষ্কর কার্য্য হইবে সাধন;
ভক্তের মরণ
শেল সম বাজিবে বক্ষেতে!
যা হয় তা হবে,
চল পুনঃ পশি গিয়ে রণে।
হের দূরে শর বরিষণে
সৌর-কর ঢাকিয়াছে শিশু,
ছত্রভঙ্গ পলাইছে সেনাগণ তব।

(বেগে বৃষকেতুর প্রবেশ)

বৃষকেতু। খুল্লতাত,
সুরথের ভীষণ সমরে
না পারে তিষ্ঠিতে সেনাদল,
বিশৃঙ্খল পলায় চৌদিকে;
ধারাসম শর বরিষণে
বিনাশিল অসংখ্য সেনায়,

হাওয়ায় হারায় বীর রথ সঞ্চালনে,
নয়নে দেখিনি হেন রণ!
এস এবে সত্বর গমনে,
নহে আর নাহিক নিস্তার
দুর্নিবার বালকের রণে।

অর্জ্জুন। দ্রুত রথ চালাও কেশব,
সুরথ সুধন্বা দোঁহে করিব নিধন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

রণস্থলের অপরপার্শ্ব।

(জনৈক পাণ্ডবীয় সেনানায়ক ও সৈন্যগণের বেগে প্রবেশ)

সেনানায়ক। গেল—গেল, সব গেল, প্রলয় উদয়;
আসে শিশু এই দিকে, চল পলাইয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

(বেগে বৃষকেতুর পুনঃ প্রবেশ)

বৃষকেতু। বীরগণ, হওনা বিমুখ,
বুক পাতি সহ শত্রুশর;
অমর কে কোথা কবে?
যেতে হবে একদিন শমন-সদন।
কি কারণ রণে ভঙ্গিয়ান?
পাইবে অক্ষয় স্বর্গ; রণে দাও প্রাণ।
ফের—ফের,

পলাইয়ে বাঁচিবে কোথায় ?
রাখহ পাণ্ডব-মান রাখহ বজায়।

[বেগে প্রস্থান।

(বেগে সুধন্বার প্রবেশ)

সুধন্বা। এ কি একি অপরূপ !
কাটিলাম অর্জ্জুনের শর,
চরাচর করি বিকম্পিত
বিলুণ্ঠিত হইল ধরায়।
কিন্তু হায়,
অর্দ্ধবাণ উঠি ভূমি হতে
আক্রমিতে আসিছে আমায় ;
বুঝি আর নাহিক নিস্তার।
দয়াময়, কোথা এ সময় ?
দেখা দাও একবার,
বুঝেছি হে ছলাময় ছলনা তোমার।
ভক্তমান রাখিবার তরে,
খণ্ড-শরে নাশিবে আমায়।
বাঞ্ছাপূর্ণ কারি !
নাহি করি ছার প্রাণে মায়া।
মনোআশা হয়েছে সকল,
পুণ্যবল পুঞ্জ পুঞ্জ মম ;
সার্থক সমর সাজ।
কিবা কাজ ধনুর্ব্বাণে আর ! (দূরে নিক্ষেপ)
অন্তিমে প্রার্থনা প্রভু,

জনক জনকী মম
তোমা হেতু বড়ই কাতর,
শ্রীচরণ তাঁহাদের দিওহে শ্রীধর।
এলো—এলো, ঐ এলো প্রাণান্তক বাণ!
কালভয় হারি!
পারি যেন তব পায় ত্যজিবারে প্রাণ।

[প্রস্থান।

(অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত বাণের অর্দ্ধখণ্ড শূন্যে সুধন্বার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)
বেগে বৃষকেতুর পুনঃ প্রবেশ)

বৃষকেতু। সৈন্যগণ, করি প্রাণপণ
সুরথেরে আক্রম সবলে,
মহাশত্রু পড়িয়াছে জালে।
বিষহীন এবে বিষধর
কাতর পার্থের রণে,
ভূমে হেথা লুটে অস্ত্র তার;
আর না শোভিবে শত্রু-করে।
ধনুঃধরে নাহি বল হেন,
এতক্ষণ ত্যজিয়াছে প্রাণ।
পাণ্ডব প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘে কে হেন ধরায়?
বিশেষ জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ সহায়।
যাই যাই, দেখি গিয়ে অরাতি সংহার,
বড় ব্যথা দিয়েছে মরমে।

[বেগে প্রস্থান।

সেনাপতি ও দূতের প্রবেশ।)

সেনাপতি। হায় হায়, সর্ব্বনাশ হ'ল!
ভদ্রাবতী চিরতরে ডুবিল আঁধারে,
সমরে পড়িল আজি সুধন্বা-সুরথ!
কি কুক্ষণে এসেছিনু রণে,
নয়নে দেখিতে হ'ল এদৃশ্য ভীষণ!
মৃত্যু নাই অভাগার ভালে
শোকানলে দহিতে রহিনু।
কহ দূত,
কোন মুখে ফিরিব নগরে?
নৃপতিরে এ মুখ না দেখাইব আর,
অসার জীবন ত্যজি, আত্মহত্যা করি।
আহা, ধন্য ভক্ত রাজপুত্রগণ!
সুরধনী পতিত পাবনী,
যাঁর পদে হইয়ে উদ্ভব
জগতের পাপরাশি তরঙ্গে ভাসায়;
সেই পায় সম্মুখে রাখিয়ে
পড়িয়াছে সমর প্রাঙ্গনে
ত্রিভুবনে হেন ভাগ্য কার?
পাপ পূর্ণ ধরাধাম
দেবতার নহে বাসস্থান,
তাই হরি হরিছেন ভক্তের জীবন;
শূন্য সিংহাসন তথা আছে সুরপুরে।
এ অধম পাপাচার

পাপভার করিতে বহন,
জীবিত রহিল একা।
যাও দূত রাজার সদন,
বিবরণ করিও বর্ণন।
যুদ্ধে মম বহুদিন গেছে,
মিছে আর কাটা'বনা কাল ;—
দেখি এবে হরি পায় পাই কিনা স্থান।

[প্রস্থান।

দূত। (স্বগত) জন্মান্তরে কতশত করিয়াছি পাপ,
হেন তাপ তাই বিধি দেন অভাগারে ;
পাষাণে হৃদয় বেঁধে নিদারুণ বাণী,
নৃমণি সদনে হায় কহিব কেমনে
রণে হারায়েছে তব আঁখি তারা দুটি।
কোমল রসনা,
জানিনা কেমনে বজ্র করিবে নিক্ষেপ।
ধিক্ ধিক্, এ পাপ জীবনে,
মৃত্যুশ্রেয় দৌত্য কার্য্য হতে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

যুদ্ধস্থল।

সুরথ ও সুধন্বার ছিন্নমুণ্ড পতিত।
শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও বৃষকেতু আসীন।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়!

তোমা হেতু আজ
নিদারুণ পাপ কাজ হ'ল আমা হতে।
কাতর অন্তর মম ভক্তের নিধনে,
বাজে প্রাণে শোক দৃশ্য হেরি;
চল ফিরি শিবিরে এখনি।

সুধন্বার ছিন্নমুণ্ড। দয়াময় হরি,
বড় ভাগ্যবান মোরা,
শ্রীপদে পাইনু মোক্ষপদ।
স্বপনে ভাবিনি মনে।
হেন কৃপা ভাগ্যহীনগণে।
শ্রীচরণ দিন শিরে,
সরেনা বচন আর ওষ্ঠাগত প্রাণে।

উভয়মুক্ত। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! (মৃত্যু)
(রক্তবর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশ ও পুষ্পবৃষ্টি)

কৃষ্ণ। ওহো,
মর্ম্মঘাতী দৃশ্য অতি!
অপকীর্ত্তি রহিল আমার।

অর্জ্জুন। ধন্য ভক্ত সুধন্বা সুরথ!
হেন ভক্তে করিয়ে নিধন
পাপপুঞ্জ করিনু সঞ্চয়;
দয়াময়, ক্ষমাকর সখারে তোমার।
ভক্তবলি বৃথা দর্প করি,
চূর্ণ আজি সে দর্প আমার।

কৃষ্ণ। ধনঞ্জয়!

অনুতাপে নাহি ফল আর।
কে রোধে ঘটনা স্রোতে বাধা দিয়া বল ?
যাই হোক,
ভক্ত শিরোমণি এই ছিন্নশির এবে
প্রয়াগে নিক্ষেপি তীর্থ পবিত্র করিব।
আর হেথা নাহি প্রয়োজন
এস যাই শিবিরে এখন।
লয়ে যাবে ভক্ত-মুণ্ড বিনতানন্দন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাশ পর্ব্বত।
শিব ও দুর্গা আসীনা।
জয়া বিজয়া চামর ব্যজনে নিযুক্তা, একপার্শ্বে
নন্দী দণ্ডায়মান।

দুর্গা। ভোলানাথ !
ভাঙ্‌ পানে আছ ভুলে ;
আঁখি মিলে দেখ একবার
ধরার দুর্গতি নাথ।
পাপে মন নর-নারীগণ
অনুক্ষণ করে হাহাকার,
সহিতে পারিনা আর এ দশা জীবের।

ভুঞ্জিছে দারুণ দুঃখ যমের নরকে,
বিস্তৃত নরক রাজ্য ক্রমে।
ঐ শোন আর্ত্তনাদ মিশিয়ে পবনে
শ্রবণে পশিছে সদা ;
কোন্ প্রাণে রব স্থির আর ?
ত্রিলোচন, কহ কিবা ত্রাণের উপায় ?

শিব। সরল উপায় সতী রয়েছে ধরায়।
অজ্ঞজীব মহাভ্রমে মাতি
যদি তায়, না করে আশ্রয়,
কেবা তায় দোষী সিমন্তিনী ?

দুর্গা। কিবা সে উপায় বিশ্বনাথ ?

শিব। সুধা মাথা হরিনাম প্রিয়ে।
এক মুখে যে নাম উচ্চারি—
পিয়াস না যায়,—তাই পঞ্চানন আমি,
সুধামাথা সেই হরিনাম
এক মাত্র মুক্তি পথ ভবে।
এ হেন সরল পথ থাকিতে যথন
জীবগণ বক্রপথে যায়,
কি উপায় আর সতী ?
নিজেই ভুঞ্জিবে সবে নিজ কর্ম্মফল।

দুর্গা। কেন রে অবোধ জীবগণ
ত্যজিস্ সুগম পন্থা হেন ?
সুখময় ত্রিদিব ছাড়িয়া
নরকে বাসনা বাস কেন ?

শিব । একি উমে !
অকস্মাৎ নব ভাব উদিল মানসে ।
অপার আনন্দ রাশি যেন
একেবারে পশিল হৃদয় ;
জ্ঞান হয় হেন,—
লভিব দুর্ল্লভ রত্ন আজি ।

দুর্গা । কিবা যে দুর্ল্লভ রত্ন তব
বুঝিতে না পারি সবিশেষ ।
ছাই ভস্ম অঙ্গের চন্দন,
অস্থিমালা কণ্ঠ আভরণ,
ভোজ্যপাত্র নর-মুণ্ড ;
রত্ন সম এই ত তোমার ?

শিব । দেখি প্রিয়ে ধ্যানস্থ হইয়ে ।
যা বলেছ সত্য শিবে,
নরমুণ্ডই লাভ হবে আজি ।
আহা, হরিভক্ত মস্তকের চেয়ে—
ভোলার অমূল্য রত্ন কিবা আছে প্রিয়ে ?
নন্দীরে, লয়ে যা ত্রিশূল মম ;
সুপবিত্র হরি ভক্ত-শির
গরুড় ফেলিবে আজি প্রয়াগ সলিলে,
যাবে ত্বরা আনিতে সে অমূল্য রতন ।

(নন্দীকে ত্রিশূল দান ।

নন্দী । যথা আজ্ঞা প্রভু ।

[প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান ।

দুর্গা। হেন ভক্ত কেমনে নিধন হ'ল নাথ?

শিব। আশ্চর্য্য কাহিনী অতি!
হেন মৃত্যু হ'লে
মৃত্যুঞ্জয়ে সাধ নাহি হয়;—
পশ্চাতে কহিব বিবরণ।

(সুধন্বা-সুরথের ছিন্নমুণ্ড সহ নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। প্রভু, কৃতকার্য্য দাস তব।

শিব। কই নন্দি!
কই সে আশার ধন মম?
দেরে এই মালায় গাঁথিয়ে,
হলাহল জর্জ্জরিত হৃদি
শীতল হউক মোর।
অস্থিমালা উন্মোচনপূর্ব্বক নন্দীকে প্রদান)
(মালাধারণপূর্ব্বক)
হরি হে, ধন্য আমি!
ভক্তশির হৃদে ধরি ধন্য আমি আজি।
নন্দি!
বৃষসজ্জা কর্ এইবার,
হয়েছে ভিক্ষার বেলা।

[শিব ও নন্দীর প্রস্থান।

দুর্গা। আয়গো বিজয়া জয়া,
হ'য়েছে মা পূজার সময়।
ত্রিপত্র বাছিবি তোরা,
করি আমি পূজা-আয়োজন। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মন্ত্রণা গৃহ।

হংসধ্বজ, মন্ত্রী, সেনাপতি ও দূত।

হংসধ্বজ। জ্বলে গেল মর্ম্মস্থান!
জ্বলে গেল প্রাণ।
হায় হায়, কি করিলে বিধি?
দু'টি রত্ন চিরতরে করিয়ে হরণ
শ্মশান করিলে রাজপুরী;
কি সাধে সাধিলে হেন বাদ?
সুধন্বারে কোথা তুই!
কোথা গেলি সুরথ আমার!
কার মুখ হেরি আর ভুলিব এ জ্বালা;
কারে আর পাঠাইব সাধের সংগ্রামে?
বৃদ্ধপ্রাণে কি শেল হানিলি তোরা।
ওহো, দাঁড়াতে পারিনা আর,
শত শত ভুজঙ্গ দংশিছে!
ধর মন্ত্রী, ধরহ আমায়।
হায়,—হায়, মর্ম্মঘাতী এ সংবাদ
কেন দূত শুনাইলি মোরে?

দূত। মহারাজ!
ভেবেছিনু মনে,
প্রাণ দিই শত্রুশরে ঘুচুক জঞ্জাল,
বজ্র-বার্ত্তা বহিতে হবেনা।

কিন্তু হায় কঠোর নিয়ম
অরিরও অবধ্য দূত,
হেয় প্রাণ প্রয়োজন না হ'ল কাহার।
তাই আজি একাকী ফিরিনু
জিহ্বা অগ্রে শেল ল'য়ে।
রাজশোক-প্রবল অনলে
ভস্মীভূত করুণ পামরে,
অকাতরে দিই প্রাণ,—
অবসান হ'ক যন্ত্রণার।

মন্ত্রী। বৃথা আর অনুতাপ দূত ;
দৃঢ়কর অধীর অন্তর।
শান্তহ'ন মহারাজ।
বিধি-লিপি খণ্ডিবার নয়,
উতলায় সুফল না হয় কভু।

হংসধ্বজ। মন্ত্রি!
যা হয় তা কর তুমি,
আর কিছু না জিজ্ঞাস মোরে ;
এই দণ্ডে মৃত্যুই সুফল,
বল বুদ্ধি হারায়েছি আমি।
উঃ!
বার বার এ দীর্ঘ নিশ্বাসে
প্রাণদীপ নিবিছেনা কেন।

মন্ত্রী। স্থির হ'ন মহারাজ,
শোকতাপ বৃথা এ সময়।

বিচারিয়া দেখুন অন্তরে
সময়ে মঙ্গল নাহি আর।
যুক্তি গায় মনে,
স্মরণ লইতে এবে কৃষ্ণের চরণে।
দয়াময় তিনি—
আশ্রিতে না ঠেলিবেন কভু,
দিবেন চরণে স্থান।

হংস। মন্ত্রি!
কেন আর কর বৃথা আশা?
অভাগায় নিদয় শ্রীহরি।
নহে কি এ নিদারুণ তাপ
বিদগ্ধ করিত প্রাণ?
বৃথা আশা—বৃথা আশা আর,
পাইব না শ্রীচরণ তাঁর।

মন্ত্রী। মহারাজ, পরীক্ষার স্থল এই ধরা
সহিষ্ণুতা পরীক্ষা কারণ
ভক্তজন ভুঞ্জে নানা ক্লেশ।
পরীক্ষার শেষ সীমা এই আপনার,
আর না সহিতে হবে;
সদয় হবেন এবে রাধিকা-রমণ।
অশ্বদিয়ে ফিরি, অনুনয় করি,
সকাতরে যাচিলে অভয়,
বিশ্বময় নিদয় না হ'বে কভু।

হংসধ্বজ। যুক্তিযুক্ত এ মন্ত্রণা পূর্ব্বে যদি দিতে—

হতনা এ সর্ব্বনাশ মোর।
চল যাই অশ্ব লয়ে,
দেখি ভাগ্যে কি আছে এখন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাণ্ডব শিবির।

শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, বৃষকেতু ও প্রহরীগণ।

অর্জ্জুন। কেশব!
তুল্যভক্ত সুধন্বা সুরথ!
উভয়ের খর শরে
জর্জ্জরিত হইয়াছে তনু।
এ সময়ে তোমায় না পাইলে সহায়,
ধরায় পার্থের নাম না রহিত আর।
পুনঃ রণে কে আসে না জানি,
অনুমানি আছে কত বীর।
সর্ব্বাঙ্গ অবশ মম
আর সখা নারিব যুঝিতে।
যা হয় তা করো তুমি হরি
পরিহরি অর্জ্জুনের আশা।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রয়োজন নাহি রণে,
দেখহ নয়নে
অশ্বসনে আসিছে নৃপতি।

আহা, ভক্ত মম রাজা হংসধ্বজ,
জানি আমি উদ্দেশ্য তাহার ;
সমর ছলনা মাত্র ।
এ হেন ভক্তের হৃদে পুত্র-শোক-শেল
তোমা হেতু শুধু ধনঞ্জয় ।
হের ওই শোকাতুর আসিছে নৃমণি,
নাহি জানি কি ভাষায় সান্ত্বিব উহায় ।
যাও সখা হয়ে অগ্রসর
অভ্যর্থনা করহ রাজায় ।
মনো আশ পূরাব ভক্তের,
প্রাণ দিব সন্তোষের হেতু ।

(হংসধ্বজ ও মন্ত্রীর প্রবেশ)

অর্জ্জুন । (অগ্রসর হইয়া)
আসুন-আসুন মহারাজ !
ধন্য ধনঞ্জয় আজি তব আগমনে ;
নমস্কার করুণ গ্রহণ ।

হংসধ্বজ । (প্রতি নমস্কার পূর্ব্বক)
একি বীরবর !
বিশ্বপতি হরি যাঁর সখা,
সামান্য মানব আমি,
নমস্কার সাজেনা আমায় তাঁর ।
তব সম পুণ্যবান কে আছে ধরায় ?
ধন্য আমি হেরি আপনায় ।
দেখান সখারে তব,

বড় আশা শ্রীচরণ হেরিতে তাঁহার।

অর্জ্জুন। আসুন মহারাজ।

(অগ্রসর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন পূর্ব্বক)

সখে !

মহারাজ এসেছেন ভেটিতে তোমায়।

হংসধ্বজ। আহা, সফল জনম এত দিনে,
সফল হইল আশা মোর।
দেহ প্রভু শ্রীচরণ শিরে
ভব ঘোর ঘুচুক আমার,
পাপ রাশি হ'ক অন্তর্হিত।
দয়াময় !
অধম অজ্ঞান আমি
ভক্তি কভু জানিনা কেমন,
কি দিয়ে তুষিব তব মন ?
হে অনন্ত রূপি !
ধরিয়াছ অনন্ত রূপেতে ধরা,
অনন্ত রূপেতে তব অনন্ত বিহার ;
ত্রিগুণ অতিত প্রভু ত্রিজগৎ পতি,
ত্রিধা রূপে সৃষ্টির প্রথম তুমি হরি।
সৃজন ব্রহ্মার রূপে, বিষ্ণুতে পালন,
শিব রূপে সংহার তোমার ;
আদি, অন্ত, মধ্যরূপ তুমি হে মুরারি !
নির্ব্বিকার, নিরানন্দ, গুণের অতিত.
নির্ম্মোহ, নির্ম্মায়া, মায়াধর,

অব্যয়, সচ্চিদানন্দ, পুরুষ প্রকৃতি,
অগতির গতি তুমি পতিত পাবন।
সর্ব্বশক্তিমান!
আত্মা রূপে সর্ব্বভূতে তুমি,
সর্ব্বময় পুরুষ প্রধান;
কেমনে জানিব তত্ত্ব তব?
কর ত্রাণ অধম অজ্ঞানে,
নিজগুণে কৃপা কর দাসে। (প্রণাম করণ)

শ্রীকৃষ্ণ। ভক্তিপণে কিনিল ভূপতি।
ত্যজ শোক পুত্রের কারণ
মনন পূরিবে তব।

হংসধ্বজ। জগদীশ!
হেরি ও অভয় পদ
শোক তাপ হইয়াছে দূর,
আনন্দ উথলে হৃদে পূর্ণানন্দে হেরি।

(জনৈক পাণ্ডব প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজের এক ভৃত্য অশ্বলয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান, কি আজ্ঞা হয়?

হংসধ্বজ। তাকে অপেক্ষা কর্‌তে বল।
(অর্জ্জুনের প্রতি) বীরবর!
ওই নিন যজ্ঞ অশ্ব তব,
ক্ষমা দিন আজ্ঞাবাহী জনে।
(শ্রীকৃষ্ণের প্রতি) দয়াময়!
স্বপ্নাতীত শুভ দিন আজি!

করেছি মনন
নারায়ণে করিব অতিথি,
সফল কি হ'বে আশা ?

শ্রীকৃষ্ণ । মহারাজ !
যথা ভক্ত তথা আমি ।
নাহি জ্ঞান সুস্থান কুস্থান,
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাহি ভেদ,
রাজা, প্রজা, ধনী বা নির্ধনী
এক গণি কুটীর প্রাসাদ ।
ভক্তের অধীন আমি ভক্তই জীবন,
প্রাণ পণে ভক্ত আশা করিব পূরণ ।
পূরাইতে ভক্তের বাসনা
ভৃগুপদ ধরিয়াছি হৃদে ;
রাজসূয় যজ্ঞমাঝে
বিপ্রপদ ধুইনু আপনি,
দ্বারী হইনু বলরি দুয়ারে ।
ভক্তাধীন চিরদিন আমি
ভক্ত চূড়ামণি তুমি
পূরাইব তব মনোরথ ।
(অর্জ্জুনের প্রতি)
চল সখা রাজ নিকেতন ।
প্রয়োজন নাহি রথে,
পদ ব্রজে করিব গমন ।

হংসধ্বজ । মন্ত্রি !
ছত্রধারী, চামর ধারীরে
লয়ে এস এই বার,
পূর্ণকাম হইনু এত দিনে ।

[ছত্রধারী ও চামরধারীদিগের প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মস্তকে ছত্র ধারণ ও চামর ব্যজন ; বহুসংখ্যক প্রহরীর প্রবেশ ও শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হওন ; অগ্রে হংসধ্বজ, মধ্যে কৃষ্ণার্জ্জুন ও পশ্চাতে সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

রাজঅন্তঃপুরস্থ দরদালান ।

(দুই খানি সিংহাসনে কৃষ্ণার্জ্জুন উপবিষ্ঠ, হংসধ্বজ, মন্ত্রী, পুরোহিত, পুরনারীগণ, ও মহিষী ইত্যাদি দণ্ডায়মানা)

হংসধ্বজ । ভদ্রাবতী স্বর্গধাম আমি ।
বৈকুণ্ঠ এ কুটীর আমার !
দেখরে নয়ন !
কি সাজে সেজেছে পুরী ।
পবিত্র হইনু আজ, সার্থক জনম ;
পবিত্র হইল রাজ্য, ধন্য ভাগ্য মম ।
বাঞ্ছা পূর্ণ কারি !
সব বাঞ্ছা হ'য়েছে সফল,
এক ভিক্ষা এবে,
অন্তিমেতে পাই যেন ওপদ যুগল ।

মহিষী। হে অখিল স্বামি।
বড় ভাগ্যবতী আমি,
বহুপুণ্যে শ্রীচরণ করিনু দর্শন।
কিন্তু হায়,
শোক দগ্ধ অসার হৃদয়ে
শ্রদ্ধা ভক্তি নাহি পায় স্থান,
কিসে পূজি ও রাঙা চরণ ?
পাষাণে গঠিত তাই হেন বজ্রাঘাতে
এখন রয়েছি স্থির।
বল বংশীধারী,
কেন আর ধরি ছার দেহ ?
বলে দাও মৃত্যুর উপায়
রাঙা পায় রাখি প্রাণ,
নির্ব্বাণ হউক হুতাশন।
জানি চিন্তামণি,
দুঃখ বিনা না দাও দর্শন ;
তা বলে কি হেন তুষানলে
মার প্রাণ দহিতে উচিত ?
পুত্রশোক মার প্রাণে কি যে ভয়ানক,
জগতের পিতা মাতা তুমি
জানতো সকলি হরি ;
তবে কেন এ দশা আমার ?
হে মধুসূদন !
পুত্র মুখ করিয়ে স্মরণ

অনুক্ষণ যে বেদন সহি,
কি কথায় জানা'ব তোমায় ?
বড় খেদ রহিল অন্তরে
এ সংসারে মা বলিতে রহিল না কেহ।

কৃষ্ণ। মা!
বৃথা এ ভৎ'সনা মোরে
দৈবেই ঘটিল সব।
দৈব বশে এ দশা তোমার,
আমিও সে দৈবের অধীন।
সম্বর নয়নবারি, শান্ত কর চিত,
গত জীব নাহি ফিরে শোকে।
আজি হ'তে মা তুমি আমার।

মহিষী। ছলময়, করনা ছলনা,
বাসনা নাহিক মনে মা হইতে তব।
জানি নীলমণি, মা বলিস্ যায়,
সে দুঃখিনী আজীবন কাঁদিয়ে কাটায়।
যে কভু পেয়েছে তোমা ধনে
জীবনে হাসির মুখ দেখেনি সে জন,
কাঁদাইতে জনম তোমার;
কেন দুঃখ বাড়াইবি দুঃখিনীর আর ?

কৃষ্ণ। মাগো!
কে কাঁদায়, কে হাসায় কারে ?
ভাগ্য ফেরে সুখ দুঃখ মিলে
কর্ম্মফলে হাসে কাঁদে জীব,

দোষ মোরে কেন অকারণে ?
সত্য কহি সম্মুখে তোমার,
আর না কাঁদিতে হ'বে
পাইবে মা আনন্দ অপার।
এইবার খেতে দাও আমায়।
ক্ষুধায় কাতর বড় আমি।

মহিষী। ধন্য মায়া, মায়াময়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী অনন্ত জীবের
যেইজন আহার যোগায়,
ক্ষুধায় কাতর সেই ত্রিজগৎপতি ;
খাওয়াইব আজি তাঁরে
মম সম নাহি ভাগ্যবতী।
দেখরে জগৎ !
দেখহ ত্রিদিব বাসী অমর কিন্নর,
ধরা'পরে হের নর নারী
বিপিন-বিহারী পাখী দেখ আঁখি মেলি,
বনমালী পুত্ররূপে কুটীরে আমার।
শ্রীগোপাল !
একি ছলা তব ?
মা বলিলি যাই—শোক তাপ দূরে গেল,
স্নিগ্ধ হ'ল বিদগ্ধ জীবন।
আর তোরে না ছাড়িব,
আঁখি আড় আর না করিব,
অঙ্কে ধরি রাখিব যতনে। (অঙ্কে গ্রহণ)

(নবনী পাত্রহস্তে একজন পরিচারিকার প্রবেশ)

বাপধন, দুঃখিনী জননী আমি
কি খাবার দিব চাঁদমুখে ?
আয়রে মাখনলাল,
চাঁদমুখে দিইরে মাখন।

(কৃষ্ণের মুখে মাখন প্রদান)

কৃষ্ণ। মাগো !
বড় তৃপ্ত হইনু আজি।

(কুবলয়ার প্রবেশ)

কুবলয়া। মা, তুমি কারসঙ্গে কথা কচ্চ ? উনি কে মা ?

মহিষী। চন্দনে আঁকিয়ে নিত্য
যাঁর পদ পূজা কর তুমি,
এই সেই বিশ্বপতি হরি।
এই পায় দেমা ফুলদল,
পূজা তোর হউক সফল।

কুব। হাঁামা, তুমি যে বলেছিলে তাঁকে কেউ দেখ্‌তে পায়না ; তুমি তবে কিকরে দেখ্‌তে পেলে ?

মহিষী। সমধিক দয়া যায় হয়,
তারেই দর্শন দেন হরি ;
দয়াকরি দেছেন মো সবায়।

কুব। তবে আমি ফুল তুলসি চন্দন নিয়ে আসি। আজ্ আমি এই হরিকে পূজা কর্‌বো মা।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। ধন্য মহারাজ!
ধন্য ধন্য মহিষী তোমার!
কন্যাতব ধন্য ভাগ্যবতী!
ভক্তবলি বৃথা গর্ব্ব করি,
লজ্জিত হইনু তব কাছে;
আজি হ'তে সখা তুমি মম।

হংস। অনুগ্রহ যথেষ্ট আমায়,
সখা বলি সম্ভাষিলে তাই।

(গীত গাইতে গাইতে কুবলয়ার পুনঃ প্রবেশ)

কুবলয়া। (গীত)

ফোটাফুল কয় দুলে দুলে,
হরি পায় দিতে আমায় নে যাওনা তুলে।
ফুলের আদর কেউতো জানেনা,
তুলিয়ে কোমল প্রাণে দেয় যে বেদনা,
হরি পায়, ফুল যদি পায়,
সোহাগে ফুল যায়গো গলে॥

দেখ মা, অনেক ফুল এনেছি। আজ বাগানে অন্যদিনের চেয়ে বেশী বেশী ফুল ফুটেছিল; কাল্‌কের জন্যে আর একটিও কুঁড়ি নেই। মা, দেখ—দেখ, আজ মৌমাছিগুলি ফুল থেকে উড়্‌তে চাচ্চেনা, অন্য দিনতো কই এমন হয় না? আমি বুঝিছি মা, হরিরচরণ পাবার জন্যেই আজ সব কুঁড়ি ফুটেছে। আর ফুলের সঙ্গ ছাড়্‌লে পাছে মাছিগুলি হরিকে দেখ্‌তে না পায়, তাই যেতে চাচ্চেনা। পৃথিবীর সবাই হরিকে ভালবাসে।

কৃষ্ণ। আহা, ভক্তিমাখা বালিকার কথা
বড় ভাল বাসি আমি।
বাসনায় ব্যাঘাত না দিব।
কুবলয়ে!
অভিলাষ করহ পূরণ।

কুবলয়া। নমঃ—শিখি-পাখা-শির পীতবাস,
নমঃ—বঙ্কিম-নয়ন ঋষিকেশ।
নমঃ—নীরদ-বরণ বংশীধারী,
প্রণমি শ্রীপদে পাপহারী।
(হরিপদে কুবলয়ার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান)

কৃষ্ণ। আজি হতে ভগ্নী তুমি মম।
আশীর্ব্বাদ করি
রাজরাণী হবে তুমি,
ভক্তি তব অচলা রহিবে।

(বিধবা বেশে প্রভাবতী ও হৈমবতীর প্রবেশ)

প্রভাবতী। শঠ শিরোমণি!
দয়াময় কে বলে তোমারে?
শেল হানি অবলার প্রাণে
ভাল দয়া করিলে প্রকাশ।
ছিনু সুখে যে তরু আশ্রয়ে
উন্মূলিত করিয়াছ তাহা,
নিরাশ্রয়া অনাথিনী আমরা এখন।
পতি বিনে সতীর যে গতি,

জেনে শুনে পতিত পাবন
কেন এ যন্ত্রণা দাও?
ঘুচাও এ চির অন্ধকার
ছার দেহে কিবা কাজ আর।

কৃষ্ণ। কেন বৃথা শোক কর সতী?
আত্মা অবিনাশী সদা
দেহ হ'তে হয় দেহান্তর,
ধ্বংস তার না হয় কথন
হবে পুনঃ বৈকুণ্ঠে মিলন।
অশ্রু না ফেলিও আর,
এ আঁধার ঘুচিবে অচিরে।

হৈমবতী। প্রাণসহ এ অশ্রু ফুরাবে।
যে জ্বালা অন্তরে
জানতো সকলি অন্তর্যামী;
কি কথায় মানিব প্রবোধ?

কৃষ্ণ। ভাগ্যলিপি খণ্ডিবার নয়।
শোক ত্যজি রহ কয় দিন
এ কুদিন নাহি রবে,
পাবে সবে নিজ নিজ পতি।

প্রভা। সকলি তোমার ইচ্ছা,—
ইচ্ছাময় তুমি।

পুরোহিত। পাপহারী হরি!
ভক্তে তব দিয়ে মনস্তাপ
অনুতাপে দগ্ধ হয় প্রাণ;

প্রতিফল হ'য়েছে পাপের
ক্ষমা কর অধম অজ্ঞানে।

কৃষ্ণ। স্মুধন্বার ভক্তি পাত্র হেতু
উপযুক্ত প্রতিফল হয়নি তোমার।
বৈষ্ণব-বিরোধী জন
শতজন্ম নরকের কীট।
অনুতাপে প্রায়শ্চিত্ত হ'তেছে তোমার।
সাতজন্ম যাবে এই ভাবে,
পরে পাবে স্বর্গধাম তুমি।

(ছদ্মবেশে শিবের প্রবেশ)

শিব। আমার কি হবে বিশ্বপতি?

কৃষ্ণ। (ঈষদ্ধাস্যে)
একি ছল ভোলানাথ!
পথ ভুলে কোথায় গমন?

শিব। ভিক্ষুকের ভিক্ষায় গমন
আর তীর্থ পর্য্যটন।
শুনিনু নূতন তীর্থ ভদ্রাবতী ভবে,
তাই এবে হেথা আগমন।
দেখিতে হ'য়েছে সাধ
নূতন বৈকুণ্ঠ পুরী,
শুনিতে এসেছি হরি মা বলা তোমার।
সর্ব্বতত্ত্বময়!
আজন্ম সাধিয়ে যোগ
তত্ত্ব তব নারিনু বুঝিতে।

হংসধ্বজ। (কৃষ্ণের প্রতি) প্রভু!
কে উনি যোগীর বেশে পুরুষ প্রবর?
মনোহর মোহন মূরতি
মানস মোহিল মম;
ভক্তি রস আপনি উছলে হৃদে
কেবা ওই মহাত্মন হরি?

কৃষ্ণ। ইনিই সংহার রূপী দেব পঞ্চানন,
দেব কুলে এক মাত্র যোগী।
ছদ্মবেশে এসেছেন হেরিতে তোমায়।

হংসধ্বজ। আহা! কি সৌভাগ্য মোর,
একাধারে অপার আনন্দ রাশি!
প্রভু, ভাবিনি স্বপনে কভু
দাসে এত দয়া।
কিন্তু হায়, ছদ্মবেশে কেন?
কোথায় লুকালে সেই
রজত-নিন্দিত তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ
বিলম্বিত জটাজাল, হাড়মাল গলে,
ভালে শশধর শোভা
বাঘাম্বরে অঙ্গ আচ্ছাদন?
কই সেই নীল কণ্ঠ, নিমীলিত আঁখি?
একি রূপ হেরি আশুতোষ?
দেখা দাও নিজ বেশে
জীবন জনম মম হউক সফল।

শিব। মহারাজ!

আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুমি
এ মিনতি সাজেনা তোমায়।
হরি নামে ধরি যোগীবেশ
ঘুরি ফিরি যথায় তথায়,
তবু হায় সারতত্ত্ব না পাইনু যাঁর ;
সেই হরি হেরি তব পুরে
ভক্তি ডোরে বাঁধিয়াছ তাঁরে,
ধরা'পরে এর চেয়ে কি সৌভাগ্য আর ?
কি ছার কৈলাস-পুরী !
হরি যথা, বৈকুণ্ঠ তথায়,
বৈকুণ্ঠ এ ভদ্রাবতী তব।
ধন্য মহারাজ !
ধন্য ধন্য মহিষী তোমার !
হরি ভক্তি বিনিময়ে
কিনিলে এ ভিখারী মহেশে।

(নিজমূর্ত্তি ধারণ)

হের এই পুত্র মুণ্ড তব
যতনে ধরেছি কণ্ঠে—কণ্ঠ-রত্ন সম,
ভোলার অমূল্য ধন ইহা।
শোক নাহি কর অকারণ,
অচিরে হইবে সব শুভ সম্মিলন।

কৃষ্ণ। মহারাজ, আসি এবে।
দাও মা বিদায়,
দেখা দিব মনে যবে পড়িবে আমায়।

হংসধ্বজ। ভকত বৎসল!
প্রাণ কাঁদে দিতে যে বিদায়।
একান্তই যাও যদি
শ্রীচরণ না ছাড়িব কভু।

শিব। মহারাজ!
অপূর্ব্ব এ ভক্তি তব
আজি হতে আদর্শ জগতে।
ভক্তি ডোরে বাঁধিলে আমায়,
বাঁধিলে বৈকুণ্ঠ-পতি শ্রীহরিরে আজি।

কৃষ্ণ। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য রবে,
গাইবে এ ভক্তি তব দিগন্ত মণ্ডল;
সফল হইল আজি মানব জনম
ভবের বন্ধন মোচন হইল তোমাদের।
সুধন্বা সুরথ দুই কুমার তোমার
ভক্তিবলে "মহামুক্তি" লভিল ধরায়।

হংসধ্বজ। ভগবন!
মানব জীবনে যাহা সম্ভব না হয়
কৃপায় সে আশা মম করিলে পূরণ।
বহু পুণ্যে হেরিনু নয়নে
শুভসম্মিলন হেন।
বাসনা এখন,
নয়ন সফল করি
অর্দ্ধাঙ্গে মিলন হেরি,—হরি হররূপে।

কৃষ্ণ। মহারাজ!

এখনি পূরিবে আশা তব।

(শিবের প্রতি) এস মহেশ্বর,

মনোআশ পুরাই ভক্তের।

পটপরিবর্ত্তন।

(হরি-হর মূর্ত্তি)

(অপ্সরা ও কিন্নরগণের প্রবেশ)

(গীত)

অপ্সরা। জয়-ব্রজ গোপী-রঞ্জন, বনমালা-শোভন,
বাঁশরী-বদন পীতাম্বর।

কিন্নর। জয়-মদন-মথন, মহেশ ঈশান
মৃগাঙ্ক-শোভন যোগীশ্বর॥

সকলে। জয়-অপরূপ রূপ হরিহর॥

অপ্সরা। জয়-ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম, রাধিকা-রমণ,
রাস-বিচারণ মনোচোর।

কিন্নর। জয়-ত্রিপুর-বিঘাতন, ত্রিনেত্র ধারণ,
ত্রিগুণ-রঞ্জন দিগাম্বর॥

সকলে। জয়-অপরূপ রূপ হরি-হর॥

অপ্সরা। জয়-কুঞ্জবন-চারী, গোকুল-বিহারী,
গোবর্দ্ধনধারী গোপেশ্বর।

কিন্নর। জয়-শ্মশান-বিচারী, কালকূট-ধারী,
ভব-ভয়-হারী ভূতেশ্বর ॥
সকলে। জয়-অপরূপ রূপ হরি-হর ॥
অপ্সরা। জয় নীরদ বরণ, নূপুর-শোভন,
নিত্য নিরঞ্জন নটবর।
কিন্নর। জয় জটজূট ধর, ব্যাল-মাল-হার,
রজত-শেখর সতীশ্বর ॥
সকলে। প্রসীদ নমামি হরি-হর ॥

(সকলের প্রণাম করণ)

যবনিকা।

